মাথা উঁচু করে বাঁচার তাগিদে

বকেয়া মহার্ঘভাতা বেতন কমিশনসহ জরুরি পাঁচ দফা দাবিতে জেলায় জেলায় বিপুল কর্মচারী সমাবেশ

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া ঃ ৫৪ শতাংশ বকেয়া ডি.এ প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত কার্যকরী করা সহ ৫ দফা দাবিতে মাচানতলাস্থিত ডি.এম বাংলো মোড়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জেলা জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৫ দফা দাবি সম্বলিত প্রস্তাব পেশ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলার যুগ্ম সম্পাদক তপন চক্রবর্তী। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক অতনু মজুমদার।

সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আশীষ ভট্টাচার্য। তিনি দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন বর্তমানে রাজ্যে এক ভয়ঙ্কর নৈরাজ্যের পরিবেশ চলছে। এই নৈরাজ্যের পরিবেশে গণতন্ত্র আজ বিপন্ন। গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার অর্জন করা সম্ভব নয়। সে কারণে গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনরুদ্ধারের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শক্তিশালী করা এই মুহূর্তে জরুরী। সেই লক্ষ্যেই আমাদের আগামী সংগ্রাম আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

সমাবেশ পরিচালনা করেন ধর্মদাস ঘটক, সুনীল বাসুলি ও রত্না সরকারকে নিয়ে গঠিত সম্পাদকমণ্ডলী। সমাবেশের শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জেলা সাংস্কৃতিক শাখা। সমাবেশে জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় সহস্রাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। □

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ঃ কর্মসূচীর শুরুতে সাংস্কৃতিক টিমের পক্ষ থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। জমায়েতে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন যুগ্ম সম্পাদক দেবকুমার ভুঞা, বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য সুতপা হাজরা ও জেলা সম্পাদক গঙ্গাধর বর্মন। সভা পরিচালনা করেন সভাপতি মনিশঙ্কর গিরি। প্রাথমিক হিসাবে মোট ৯০০-র অধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

ব্লকগুলি থেকে ছোট ছোট গাড়ি করে আসার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং সেভাবে ব্লক থেকে গাড়ি করে এসেছেন। দুটি ব্লক থেকে বাসে করে কর্মচারীরা এসেছেন। জেলার সমস্ত ব্লক থেকে কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। খড়্গপুর মহকুমার সালুয়া থেকে ভালো সংখ্যায় ফ্যামিলি পেনশনার্স উপস্থিত ছিলেন। গোয়ালতোড় কৃষি ফার্ম থেকে গাড়ি করে কর্মচারীরা এসেছেন। আগেই আন্দাজ করতে পেরে কর্মচারীদের

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত রাজ্য কাউন্সিল সভা থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, বেতন কমিশন গঠন, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, নিয়ম-নীতি বর্হিভূত প্রতিহিংসামূলক বদলীরদ প্রভৃতি জরুরী পাঁচ দফা দাবিতে রাজ্য ব্যাপী বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচী পালিত হবে। কর্মসূচীগুলি হল, ২৪ নভেম্বর দপ্তরে দপ্তরে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন, ১ ও ২ ডিসেম্বর সারাদিন ব্যাপী দাবি ব্যাজ পরিধান এবং টিফিনের সময় অবস্থান ও বিক্ষোভ এবং সর্বোপরি ২৯ ডিসেম্বর প্রতিটি জেলা সদরে এবং কলকাতার সাতটি অঞ্চলে কর্মচারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী পর্বে জানুয়ারি মাসের কোনো এক সময় অনুষ্ঠিত হবে কেন্দ্রীয় সমাবেশ কলকাতায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২৪ নভেম্বর গোটা রাজ্য জুড়ে দপ্তরে দপ্তরে সংগঠনের আহ্বানে কর্মচারীরা জোরালো বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। ফলত ২৯ নভেম্বর রাজ্য সরকার বেতন কমিশন গঠন সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করে। এই কারণে ১ এবং ২ ডিসেম্বরের অবস্থান বিক্ষোভ এবং ২৯ ডিসেম্বর জেলা সমাবেশের দাবিসনদে দ্বিতীয় দাবিটি অর্থাৎ বেতন কমিশন গঠনের দাবিটি সামান্য পরিবর্তন করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেতন কমিশনের কাজ সম্পন্ন করার এবং একই সাথে পঞ্চম বেতন কমিশনের অবশিষ্ট সুপারিশ গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবিটি যুক্ত করা হয়। ১ এবং ২ ডিসেম্বরের কর্মসূচী উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে এবং ২৯ ডিসেম্বর জেলার সমাবেশগুলিতে বিপুল সংখ্যায় কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে কলকাতায় কেন্দ্রীয় সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হবে ২৮ জানুয়ারি বেলা ২টায় রানী রাসমণি এভিনিউতে। জেলা / অঞ্চল সমাবেশগুলির রিপোর্ট সংযুক্ত করা হলো।

উত্তর ২৪ পরগনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতা দক্ষিণাঞ্চলের যৌথ সমাবেশ

আটকে দেওয়ার জন্য ২৯ তারিখ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাচনের কাজ দেয়, ভূমি দপ্তরে পাট্টার কাজে যুক্ত করে কোনো ছুটি দেওয়া হবে না মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়, কৃষিমেলার আয়োজন করে কর্মচারী / নেতৃত্বদের আটকানোর চেষ্টা করা হয়। তা সত্ত্বেও কর্মচারীরা এই জমায়েতে সামিল হয়েছে। কর্মচারীদের মধ্যে জঙ্গী মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন যে জায়গাতে জমায়েত করা ২০ দিন পূর্বে চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও কোনো অনুমোদন দেয়নি। জোর করে চ্যালেঞ্জ নিয়ে জেলা শাসকের সামনের বড় রাস্তার উপর একটা লেন বন্ধ করে কর্মচারীদের জমায়েত করা হয়। □

পুরুলিয়া জেলা ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাঁচ দফা দাবিতে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫, সারা রাজ্যে অন্যান্য জেলার মতো পুরুলিয়া জেলায় জেলা কালেক্টরেট দপ্তর প্রাঙ্গনের সামনে বেলা ১.৩০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত কর্মচারী জমায়েতের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। জেলার ২০টি ব্লক কমিটি ও সদরের ৫টি অঞ্চল থেকে (পূর্নদিবস ও অর্ধদিবস ছুটি নিয়ে) প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মচারী সদস্য জমায়েতে অংশগ্রহণ করেন।

এই জমায়েতে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করো, পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের কর্মচারী স্বার্থ-বাহী সুপারিশগুলি অবিলম্বে কার্যকর করো, বকেয়া ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা দ্রুত প্রদান করো, চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত করতে হবে, নীতি-হীন হয়রানিমূলক বদলী বন্ধ করো, ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুনিশ্চিত করো এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখো এই পাঁচ দফা দাবি সম্মলিত প্রস্তাব পেশ করেন জেলা সম্পাদক লালমোহন গ্রহাচার্য। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জেলার যুগ্ম সম্পাদক সুজয় সরকার, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মানস দাস, ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক তপন রায় চৌধুরী।

সভাটি পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পুরুলিয়া জেলা শাখার সভাপতি রঙ্গলাল মাহাত, সহ-সভাপতি হেম মুদি। □

জলপাইগুড়ি জেলা ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আহুত ৫ দফা

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে

১০ ডিসেম্বর ২০১৫

বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে 'আক্রান্ত আমরা'-র ৩০ ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান কর্মসূচী

গত বিধানসভা নির্বাচনের অব্যবহিত পর থেকেই এই রাজ্যের শাসকদল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উন্মত্ত খেলায় লিপ্ত হয়েছে। ক্ষমতায় এসে তাঁরা স্লোগান দিয়েছিলেন 'বদলা নয়, বদল চাই'। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নৃশংস বদলার রাজনীতি আমদানি করা হল। শুরু হয়েছিল বিরোধী বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিকে টার্গেট করে। ইতোমধ্যেই বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ১৭০ জন কর্মী সংগঠক, এই খুনের রাজনীতির বলি হয়েছেন। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। আক্রমণ ক্রম প্রসারিত হয়েছে সমাজের অন্যান্য অংশের ওপরেও। শুধুমাত্র দল বা গোষ্ঠী নয়, কোন ব্যক্তির কণ্ঠেও সমালোচনার সুর সহ্য করা হয়নি।

আক্রান্ত মানুষের সাথে কথা বলছেন বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ।

রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা নিয়ে সরকার ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার বা তাঁদের ওপর। একটি নির্ভেজাল মজাদার কার্টুন পোস্ট করার জন্য জেলে যেতে হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে। নিজেদের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে মাওবাদী' তকমা জুটেছে একজন কৃষকের। এমনকি

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে

আমরা উদ্বিগ্ন অথচ

চা-বাগান শ্রমিকদের মৃত্যু মিছিল দেখেও উৎসবে মশগুল রাজ্য সরকার

উত্তরবঙ্গের চা-বাগান শ্রমিকদের অনাহার ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু মিছিল প্রতিদিন দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ২৭৯ জন শ্রমিক সরকারী অবহেলায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। সরকারী বেসরকারী মিলিয়ে অসংখ্য চা-বাগান বন্ধ হয়ে রয়েছে। প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক নতুন করে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। নতুন করে বন্ধ হয়েছে পানিঘাটা, কোহিনূর, লোয়ারপালু ও কুমলাই চা বাগান। পানিঘাটা বাগানের শ্রমিক ফিসটিনিউজ মিনজ বয়স মাত্র ৩৬ বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারান বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে। ডানকানসের বন্ধ চা-বাগানে হাস্টা পাড়াতে বেগুন টারি লাইনে মৃত্যু হয়েছে কুমার বিশ্বকর্মা (৫০) এবং

সপ্তম পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে অনাহার ও অসহনীয় নৈরাজ্যের শিকার চা-বাগান শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান

১০ টাকা কুপনে অর্থ সাহায্য করুন

একাধিক কুপন সংগ্রহ করুন

সংগ্রামী হাতিয়ার
ডিসেম্বর ২০১৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৪ তম বর্ষ □ অষ্টম সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

২৮ জানুয়ারি কর্মচারী স্রোতে প্লাবিত হোক কলকাতার রাজপথ

২০ মে ২০১১, দীর্ঘ ৩৪ বছর পর, পশ্চিমবাংলার মসনদে শাসকের পরিবর্তন ঘটেছিল। না, কোনো বিপ্লব বা প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে নয়, সর্বজনীন ভোটাধিকারের আধারে নির্মিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই। যে কোনো ব্যালট যুদ্ধে এক গুচ্ছ জনস্বার্থবাহী কর্মসূচি এবং সেগুলি রূপায়ণে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ভিত্তিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনতার দরবারে পৌঁছনো কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ সমস্ত রাজনৈতিক দল বা জোট এই কাজ করে থাকে। তবে নির্বাচিত হবার পর, প্রতিশ্রুতি পালনে দায়বদ্ধতার প্রশ্নে রকমফের ঘটে। আমাদের দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের সমগ্র পর্বটিকে বিশ্লেষণ করলে এমন রকমফেরের ভুরিভুরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কেন্দ্র, রাজ্য বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা—সব ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। একমাত্র ব্যতিক্রমী অবশ্যই বামপন্থীরা। প্রথমত, বামপন্থীরা কখনও আকাশ-কুসুম প্রতিশ্রুতি দেয় না। কোন স্তর বা সংস্থার নির্বাচন, সেখানে নির্বাচিত হলে সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক দিক থেকে কী কী করার এক্তিয়ার রয়েছে, অনেক বিষয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিলে জনসমাজের বৃহত্তর অংশ উপকৃত হবে ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে তাঁরা কর্মসূচীর সনদ প্রস্তুত করেন। দক্ষিণপন্থী জাতীয় বা আঞ্চলিক দলগুলির এই ধরনের দায়িত্ববোধের খুব একটা বালাই অতীতেও সাধারণভাবে ছিল না, এখন নয়া উদারনীতির পর্বে কর্পোরেট পুঁজির নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী তা আরও হ্রাস পেয়েছে। নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা বা দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে এতগুলি কথা বলার কারণই হল, সম্প্রতিকালে আমরা নির্বাচনকেন্দ্রিক বল্গাহীন প্রতিশ্রুতির শুধু ঝড় নয়, দুটি কার্যত 'সুনামি' দেখেছি। বলা বাহুল্য দুটি ক্ষেত্রেই মূল কাণ্ডারী দুটি দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল একটি জাতীয় এবং অপরটি রাজ্যস্তরের দল। দুটির মধ্যে একটি ছিল রাজ্য স্তরের নির্বাচন (বিধানসভা)-কে কেন্দ্র করে, দ্বিতীয়টি কেন্দ্রীয় স্তরের (লোকসভা) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। স্বভাবতই প্রচারের ক্ষেত্র অনুযায়ী বহরের পার্থক্য থাকলেও, কাঠামো ও অন্তর্বস্তুর প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য ছিল। দুটি ক্ষেত্রেই দল বা নীতি (দক্ষিণপন্থী দলগুলির নীতি সাধারণভাবে তরল পদার্থের মতো। পাত্র অনুযায়ী আকার ধারণ করে) অপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছিল ব্যক্তি। যাবতীয় প্রচার আবর্তিত হয়েছিল দু'জন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এবং এমন ধারণা তৈরি করা হয়েছিল যেন এঁদের হাতে যাদু দণ্ড রয়েছে এবং ছোঁয়ালেই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট শোক-সন্তাপ দূরীভূত হবে। দ্বিতীয় যে বৈশিষ্টও ছিল ঐ যুগল প্রচারের, তা হল তাঁরা যেন শূন্য থেকে শুরু করার দায়িত্ব নিতে চাইছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা ক্ষমতায় আসার আগে, গোটা দেশ ও রাজ্য যেন চলচ্ছক্তিহীন জড় পদার্থ বিশেষ ছিল।

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে প্রচার পরিকল্পনা করা হয়েছিল সে ক্ষেত্রে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যটি আরও প্রকটভাবে দৃশ্যমান ছিল। পূর্ববর্তী সরকারের ৩৪ বছরের যে বহুমাত্রিক সাফল্য তাকে নস্যাৎ করে স্বর্গরাজ্য গড়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এমনকি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও একই পন্থা অনুসরণ করা হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারের সময় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জীবনমানের যে প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছিল, পর্যাপ্ত অধিকার ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা—এই সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে লম্বা-চওড়া প্রলম্বিত ফর্দ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সামনেও রাখা হয়েছিল। এই প্রচারের জোয়ারে রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজের সকলেই ভেসে গিয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু কেউই প্রভাবিত হননি সে কথাও জোর দিয়ে বলা যাবে না। আসলে দীর্ঘ তিন দশকেরও অধিক সময়ের জন্য স্থিত বাম জমানায় প্রকৃতির নিয়মেই কর্মচারী সমাজের প্রজন্মান্তর ঘটে গিয়েছিল। ফলে প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মরত নবীনতর প্রজন্মের কর্মচারীদের প্রাক্-বাম জমানার দুঃসহ পরিস্থিতির কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। পড়ে অথবা শুনে যতটুকু জানার তাঁরা জেনেছিলেন। বামফ্রন্টের আমলেই তাঁদের প্রশাসনে প্রবেশ। স্বভাবতই দাবি আদায় করা, তাকে ভোগ করা এবং ধরে রাখার ক্ষেত্রে মসৃণ পরিমণ্ডলের অভ্যস্ততা গড়ে উঠেছিল। ফলে রাজ্য কর্মচারীদের দাবি পূরণ হবে কিনা, তা প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে সরকারে আসীন শাসক দলের রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর, এই বোধটা চেতনাস্তরে তৈরি হওয়ার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন শাসকদলের কার্যক্রমের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু সেই সুযোগটা অপেক্ষাকৃত নবীন এবং নবীনতর প্রজন্মের কর্মচারীরা পাননি। তাই বল্গাহীন প্রচারের ঝড়ে কর্মচারীদের একাংশের মনে হয়তো বা এমন ধারণা উঁকি মেরেছিল, এতদিন যা পেয়েছি মন্দ নয়, কিন্তু যদি আরও বেশি পাওয়া যায় ক্ষতি কী?

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কিন্তু নব নির্বাচিত সরকার আহূত প্রথম সভায় (এবং কার্যত সেটিই শেষ সভা) হাতে করে দরাজ সার্টিফিকেট বা মাথায় বিরোধিতার ভূত কোনোটি নিয়েই যাননি। সংগঠন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঐ সভায় যে কথা বলেছিল তার মর্মার্থ হল, সরকার জনগণ ও কর্মচারী স্বার্থে কাজ করলে সংগঠন সর্বশক্তি দিয়ে সেই কর্মসূচীগুলি রূপায়ণে যোগ্য ভূমিকা পালন করবে। আবার বিপরীতে সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত বা কর্মসূচী যদি জনস্বার্থ বা কর্মচারীস্বার্থের বিরোধী হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সংগঠন বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। প্রথম সভাতেই এই ধরনের স্পষ্ট বক্তব্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিই একমাত্র কণ্ঠস্বরে উচ্চারণ করতে পেরেছিল, কারণ এই সংগঠন তার জন্মলগ্ন থেকে ঐ দিন পর্যন্ত রাজ্যে বাম ও দক্ষিণ—উভয়পন্থী শাসককেই প্রশাসন পরিচালনা করতে দেখেছে। মধুর ও তিক্ত উভয় ধরনের অভিজ্ঞতাই তার ঝুলিতে ছিল। দক্ষিণপন্থী দলগুলির প্রতিশ্রুতি প্রদান ও তা পালনে ফাঁক রাখার যে সহজাত প্রবণতা রয়েছে সে সম্পর্কে সংগঠনের উপলব্ধি ছিল। ছিল বলেই, নবনির্বাচিত দক্ষিণপন্থী সরকার আহূত সভায় ঐ ধরনের বক্তব্য আগাম জানিয়ে এসেছিল রাজ্য সরকারকে।

বলা বাহুল্য, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অতীত অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে বা ঘটছে গত সাড়ে চার বছরের কিছু বেশি সমসময়কাল জুড়ে। দক্ষিণপন্থা ও জনস্বার্থের (কর্মচারী স্বার্থসহ) অহি-নকুল সম্পর্কটাই যে স্বাভাবিক বিষয়, তা আরও একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিও যে সরকারের উদ্দেশে শুধু বলার জন্য কথাগুলো বলেনি, রাজপথে তার ধারাবাহিক ছাপ রেখেছে এই সময়ে। ২১ নভেম্বর ২০১১ প্রতিবাদে প্রথম পথে নেমেছিলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা সংগঠনের নেতৃত্বে। তারপর উপর্যুপরি মিছিল, সমাবেশ, অবস্থান, বিক্ষোভ, দাবি ব্যাজ পরিধান এমনকি ধর্মঘট পর্যন্ত। কলকাতার কেন্দ্রীয় ভাবে, প্রতিটি জেলা সদরে, মহকুমায়, ব্লকে, এমনকি দপ্তরে দপ্তরে সংগঠন পৌঁছে গেছে কর্মচারীদের কাছে লড়াইয়ের বার্তা নিয়ে। সংগঠনের বারংবার পৌঁছে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কর্মচারী বন্ধুরাও ভয় ভীতি কাটিয়ে ক্রম বর্ধমান সংখ্যায় সংগঠনের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। এমনকি প্রাক্ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যাঁদের মধ্যে কিছুটা বিমুগ্ধতা তৈরি করেছিল, তাঁদেরও ততদিনে ভুল ভেঙেছে। সংগঠনের কর্মসূচীর সাফল্যের গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। সংগঠনের সময়োপযোগী তৎপরতার প্রতিক্রিয়া হয়েছে দ্বি-মুখী। একদিকে কর্মচারী ঐক্য ক্রম প্রসারিত হয়েছে, ৩৫টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ গড়ে উঠেছে। এতগুলি সংগঠন নিয়ে যৌথ মঞ্চ গঠন এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে নজিরবিহীন। কিন্তু বিপরীত প্রতিক্রিয়াটি হল, রাজ্য সরকার সংগঠনের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বহুবিধ আক্রমণ নামিয়ে আনতে শুরু করে। গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকারী বিভিন্ন ধরনের কালা-সার্কুলার জারি করা, ন্যায়নীতিহীন বদলি, প্রশাসনের বাইরে রাজনৈতিক হুমকি ও আক্রমণ শুরু হয় নির্বিচারে। এমনকি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙে দেওয়ার মনোবাঞ্ছা প্রকাশ্য সভায় প্রকাশ করে ফেলেন। মিডিয়াও এর সমালোচনা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এত কিছু করেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে টলানো যায়নি। কারণ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র কর্মচারীদের কাছে। যতদিন কর্মচারীদের জরুরি দাবি-দাওয়া উপেক্ষিত হবে, অধিকার আক্রান্ত হবে, স্বৈর শাসকের দম্ভ আর হুঙ্কার তাকে দমাতে পারবে না। অতীতেও পারেনি। বর্তমান শাসকদলের অনিচ্ছুক, কৃপণহাত থেকে যতটুকু মহার্ঘভাতা বেরিয়ে এসেছে, তার প্রতিটি ঘোষণাই অর্জিত হয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে কর্মচারী বন্ধুরা হাজারে হাজারে রাস্তায় নামার পর। এমনকি সর্বশেষ ১০ শতাংশ মহার্ঘভাতার ঘোষণা ২ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটের পরে এবং ২৪ নভেম্বর '১৫ প্রতিটি দপ্তরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে কর্মচারীরা প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করার পর, ২৯ নভেম্বর সরকার বেতন কমিশনের ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এই নিরন্তর প্রয়াস কিন্তু মূল ধারার গণমাধ্যমগুলিকে প্রণোদিত করেছে সরকারী কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে সদর্থক প্রচার করতে। অতীতে যা সাধারণভাবে দেখা যায়নি। সর্বশেষ ১০ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষিত হলেও যেমন বিপুল বকেয়া থেকে যাচ্ছে; তেমনই শুধুমাত্র বেতন কমিশনের ঘোষণাই যথেষ্ট নয়, একে দ্রুত এক কর্মচারী স্বার্থবাহী রূপে সম্পন্ন করার বিষয়টিও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, একটি নতুন বেতন কমিশন গঠিত হল, অথচ পূর্ববর্তী বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ নীরব। প্রশাসনে স্থায়ী নিয়োগ কার্যত বন্ধ। চুক্তি প্রথার নিযুক্ত কর্মচারীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এই অংশের কর্মচারী, যারা সামান্য মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন—তাঁরা বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত হবেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। তাই সংগঠন আবার পথে নেমেছে। ২৯ ডিসেম্বর'১৫ জরুরী পাঁচ দফা দাবিতে প্রতিটি জেলায় বিশাল বিশাল বিক্ষোভ-সমাবেশের পরের পর্বে ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ কলকাতায় হবে কেন্দ্রীয় সমাবেশ। কলকাতাসহ সমস্ত জেলা থেকে আগত হাজার হাজার কর্মচারীর স্রোতে প্লাবিত হবে প্রশাসনিক প্রাণকেন্দ্র কলকাতার রাজপথ। ঐদিন শত সহস্র কণ্ঠ গর্জে উঠবে এই অমানিশার অবসান চাই, চাই পরিস্থিতির পরিবর্তন। □

২ জানুয়ারি, ২০১৬

গল্প হলেও সত্যি

রণক্লান্ত গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার বিশ্রাম লাভের আকাঙ্ক্ষায়, তাঁহার বীর সেনাপতি এবং ছায়াসঙ্গী সেলুকাস সমভিব্যাহারে পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণে আসিয়াছেন। কেন পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটিকেই তিনি তাঁহার বিশ্রাম স্থল রূপে নির্বাচিত করিলেন, তাহার অন্তর্নিহিত নির্দিষ্ট একটি কারণ রহিয়াছে। গ্রীক সম্রাট প্রথমাবধি যে বিষয়টির প্রতি বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইল ভারতবর্ষ নামক ভূ-খণ্ডটির বিপুল বৈচিত্র্য। তিনি প্রায়শই তাঁহার ছায়াসঙ্গী সেলুকাসের নিকট বিস্ময়-অভিব্যক্তি এমতে প্রকাশ করিয়া থাকেন, 'সত্য সেলুকাস! কি বিচিত্র এই দেশ...''। এহেন বিস্ময়াবিষ্ট সম্রাট যখন তাঁহার সুদক্ষ সেনাপতি সেলুকাসকে বিশ্রামস্থল নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন, কালক্ষেপ না করিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় রাখিয়া সেলুকাস কহিলেন, 'সম্রাট ভারতবর্ষ নামধেয় এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশটির বর্তমানে সর্বাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ রাজ্যটি হইল পশ্চিমবঙ্গ। আপনি চাহিলে ঐ রাজ্যে বিশ্রামালয়ের সন্ধান করিতে পারি।' সম্রাট কহিলেন 'তথাস্তু, কিন্তু যাইবার পূর্বে ঐ রাজ্যটির বৈচিত্র্য লক্ষণগুলি সম্পর্কে আমি অবহিত হইতে চাহি। তুমি কি আমাকে সহায়তা করিবে?

সেলুকাস কহিলেন, 'সম্রাট আপনার ঔৎসুক্য নিরসন করিবার জন্য আমি বিশ্বস্ত সূত্র হইতে কতিপয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। আপনি শুনিলেই পুলকিত হইবেন এবং উপলব্ধি করিবেন কেন পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে সমগ্র দেশের অভ্যন্তরে বৈচিত্র্যের নিরিখে অদ্বিতীয়। সম্রাট আলেকজান্ডার উদগ্রীব হইয়া উঠিলেন। সেলুকাস কহিলেন ''সম্রাট, আমি এক্ষণে যে সকল বৈশিষ্ট্য অথবা বৈচিত্র্যের বিষয় উল্লেখ করিব, সেগুলি একটি 'পরিবর্তন'-এর সুফল। মাত্র চতুর্বৎসরাধিক কাল পূর্বে এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। স্বভাবতই বৈশিষ্ট্যগুলি অতি সাম্প্রতিক বিষয় হইলেও, ইতোমধ্যেই বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। বীর রাজা পুরুকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আপনি যতখানি পুলকিত হইয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক পুলকিত হইবেন পশ্চিমবঙ্গীয় বৃত্তান্ত শুনিলে।'' সম্রাট কহিলেন, ''সেলুকাস আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিতেছে। তুমি কালক্ষেপ না করিয়া...''

সেলুকাস কহিলেন, ''যাঁহাদের দক্ষতা, কর্মকুশলতা, তৎপরতা বৈচিত্র্য অথবা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে বিশ্বকর্মার ভূমিকা পালন করিতেছে, তাঁহারা একটি অদ্ভুত গণিত অনুসরণ করেন। মদীয় দেশের পিথাগোরাস অথবা এই দেশের আর্যভট্টও করায়ত্ত ও এবংবিধ গণিতের চর্চা করেন নাই। এখানে গণিতের সংখ্যা সারণীর সূত্রপাত হয় ১০০ হইতে। এক অথবা দুই অঙ্কের সংখ্যার কোনো অস্তিত্ব নাই। কোনো একটি হাসপাতাল নির্মাণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে, আমাদের সাধারণ গাণিতিক-বুদ্ধি অনুযায়ী হাসপাতাল নির্মাণ সম্পূর্ণ হইলেই ১০০ শতাংশ কাজ হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিবে। কিন্তু এই রাজ্যে একটি প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করিয়াই ঘোষণা করা হয় ১০০ শতাংশ কাজ হইল। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতির চরিত্র অনুযায়ী প্রধানত সমতল ভূমি। কিন্তু পরিবর্তন পরবর্তী পর্বে এবংবিধ শতসহস্রাধিক শিলান্যাস হইবার ফলস্বরূপ কার্যত পার্বত্য অঞ্চলে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রশাসনকে ব্যবহার করিয়া একটি ভূ-খণ্ডের ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন এক অত্যাশ্চর্য বিষয়! তৃতীয়ত, এই রাজ্যে সুপার স্পেশালিটি একটি হাসপাতালে মানুষের পরিবর্তে সারমেয়র ডায়ালিসিস হয়! চতুর্থত, পুলিশ-সমাজবিরোধী অন্তসম্পর্কটিও স্বাভাবিক নয়, উপরন্তু বিপরীতমুখী। অর্থাৎ পুলিশকে দেখিয়া সমাজবিরোধী ভীত হয় না, সমাজ বিরোধীকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত পুলিশ টেবিল তলে আশ্রয় গ্রহণ করে! পঞ্চমত, এই রাজ্যে 'ছোট ছোট ছেলেরা' 'দুষ্টুমি' করিয়া ক্রিকেট, ফুটবল, হা-ডু-ডু বা ডাঙগুলি লইয়া মাতিয়া উঠে না, তাহারা 'দুষ্টুমি' করিয়া ধর্ষণ, খুন, রাহাজানি করে! ষষ্ঠত, একটি চিটফান্ড সংস্থা প্রতারণা করিয়া মানুষকে সর্বস্বান্ত করিলে, সরকার ঐ সংস্থার কেশাগ্র স্পর্শ না করিয়া নিজ কোষাগার হইতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সপ্তমত, চিটফান্ড কান্ডে সিবিআই তদন্তের আর্জি লইয়া কোনো প্রতারিত ব্যক্তি আদালতের দ্বারস্থ হইলে, সিবিআই তদন্ত রোধ করিবার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া সরকার ঐ মামলায় বিরোধিতামূলক অংশগ্রহণ করে। অষ্টমত, অনাহার-অর্ধাহারে মৃতপ্রায় চা-বাগান শ্রমিকগণের সম্মুখে ডুয়ার্স উৎসবের আয়োজন করা হয় এবং সরকারী কর্মচারীগণের প্রাপ্য মহার্ঘভাতা বিপুল পরিমাণ বকেয়া রাখিয়া তাহাদের সিঙ্গাপুর, পাকিস্তান ইত্যাকার দেশে ভ্রমণের সুযোগ প্রদান করা হয়... এই পর্যন্ত শুনিয়া আলেকজান্ডার কহিলেন, ''সেলুকাস এমন একটি বিচিত্র দ্রষ্টব্যস্থল আমি পরিদর্শন করিবই।''

সেলুকাস কহিলেন, ''সম্রাট আপনি অবশ্যই যাইবেন। কিন্তু নীরবে, নিশ্চুপে। কারণ মুখ খুলিলেই 'মাওবাদী' অথবা 'হার্মাদ' তকমা জুটিবে। আপনার ক্ষেত্রে 'নাইট' উপাধি প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মাওবাদী বা হার্মাদ এই দুইটি উপাধি কোনভাবেই আপনার নাম, যশ ও কীর্তির সহিত মানানসই হইবে না। —অতএব সাধু সাবধান। □

১৬ পৌষ, ১৪২২

প্রয়াত কমরেড এ বি বর্ধন

দেশের বামপন্থী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা কমরেড অর্ধেন্দু ভূষণ বর্ধনের জীবনাবসান হয়েছে। গত ৭ ডিসেম্বর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় নয়াদিল্লীর জি বি পন্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ জনিত কারণে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ২ জানুয়ারি ৯০ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

কমরেড এ বি বর্ধন ১৯২৫ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর অধুনা বাংলাদেশের সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০-এ যুক্ত হন পরাধীন ভারতের ছাত্র আন্দোলনে। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশনের সদস্য হন। ঐ বছরেই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। পার্টি তখন বেআইনি ছিল।

১৯৪৫-এ এআইএসএফ-এর সম্পাদক হন। ১৯৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীর মর্যাদা পান। ছাত্র-আন্দোলনের পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯৯৬ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৯৪ সালে এ আই টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে মহারাষ্ট্র বিধানসভায় বিধায়ক রূপে নির্বাচিত হন। দেশব্যাপী বামঐক্য সম্প্রসারণের কাজে কমরেড এ বি বর্ধনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে শোকজ্ঞাপন করা হয়েছে। □

উদারবাদী দর্শনের প্রতিফলন কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশে

সারা দেশের চল্লিশ লক্ষাধিক কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত সপ্তম বেতন কমিশন সম্প্রতি তাদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোককুমার মাথুর তাঁদের সুপারিশসমূহ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির হাতে তুলে দেন। সুপারিশগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির যে দর্শন, সে দর্শনকে কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন অনুসরণ করেছে। কারণ সর্বনিম্নস্তরে বেতন বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে সামান্যই। এমনকি কেন্দ্রীয় পে কমিশনের ইতিহাসে এত স্বল্প বৃদ্ধি অতীতে কখনো হয়নি। ষষ্ঠ বেতন কমিশন যখন কাজ করেছিল, তখন ভোগ্যপণ্যের যে মূল্যসূচক ছিল তার তুলনায় সপ্তম কমিশনের বেতন কমিশনের সময় শিল্প শ্রমিকদের ভোগ্যপণ্যের মূল্য সূচকের হার অনেকটাই বেশি। এর অর্থ বেতনের ক্ষয় এই সময়কালে অনেক বেশি ঘটেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও বেতন কমিশন সর্বনিম্ন স্তরে যে বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে তার হার মাত্র ১৪.৩ শতাংশ। উদারবাদীর অর্থনীতির দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি এই সুপারিশে প্রতিফলিত হয়েছে, তা হল সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ স্তরে বেতনের ফারাক আগের থেকেও বৃদ্ধি পেয়েছে। সচিব পর্যায়ের আমলাদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে, বর্তমান ৮০ হাজার টাকা থেকে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। ক্যাবিনেট সচিবের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তৃতীয়ত গোটা দেশের কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরে যে সমস্ত চুক্তিপ্রথার কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে বেতন কমিশন কোনো কথাই বলেননি। সব থেকে আশ্চর্যজনক বিষয় হল পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ দপ্তরে যে সমস্ত এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টাল (ইডি) কর্মচারী রয়েছেন, যাদেরকে এমনকি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত সরকারী কর্মচারী স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের সম্পর্কেও বেতন কমিশন শুধু নীরব নয়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকাকে অগ্রাহ্য করে বলা হয়েছে, এরা সরকারী কাজ করলেও সরকারী কর্মচারী নয়। ফলে এদের সম্পর্কে বেতন কমিশন সুপারিশ করার কোনো প্রয়োজন অনুভব করেননি।

স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ করা, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজ করানো ইত্যাদি উদারবাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোই বেতন কমিশন তার সুপারিশে ধারন করেছে।

নিচের কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সংগঠনের স্মারকলিপির বক্তব্য এবং বেতন কমিশনের সুপারিশের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে স্টাফ সাইডের কোনো বক্তব্যকেই বেতন কমিশন গুরুত্ব দেয়নি বা মানেনি। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা এই সুপারিশে খুশি নন। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ এ্যান্ড ওয়ার্কার্স-এর পক্ষ থেকে এই কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সুপারিশগুলির বিরুদ্ধে একগুচ্ছ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ১৯, ২০, ২১ জানুয়ারি প্রতিটি রাজ্যের রাজধানী শহরে হবে বিক্ষোভ কর্মসূচী। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬-র মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি বেতন কমিশনের সুপারিশকে কেন্দ্র করে স্টাফ সাইডের যে বক্তব্য তা বিবেচনা না করেন, তাহলে ১ মার্চ ২০১৬ থেকে লাগাতার ধর্মঘটের পথে যেতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা।

রাজ্যে রাজ্যে গঠিত বেতন কমিশনগুলি কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশকে মডেল হিসেবে অনুসরণ করে। ফলে কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সুপারিশগুলি রাজ্য বেতন কমিশনগুলিও অনুসরণ করবে এমন আশঙ্কা রয়েছে। তাই সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কনফেডারেশনের সাথে আলোচনাক্রমে সপ্তম বেতন কমিশনের কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সুপারিশের বিরুদ্ধে দিল্লীতে ৯ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি যন্তরমন্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বভারতীয় সংগঠনের অ্যাফিলিয়েটেড প্রতিটি রাজ্য সংগঠন এই ধর্না-অবস্থান কর্মসূচীতে অংশ নেবেন। পশ্চিমবাংলা থেকেও একটি প্রতিনিধি দল যাবে ১৬ ফেব্রুয়ারি যন্তরমন্তরের সামনে ধর্না-কর্মসূচীতে অংশ নেয়ার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি স্মারকলিপির মাধ্যমে কর্মচারী স্বার্থে যা চেয়েছিলেন, আর সপ্তম বেতন কমিশন তাঁদের যে সুপারিশ প্রদান করেছেন তার অংশ বিশেষ উল্লেখ করা হল—

স্মারকলিপি ঃ ১) সারা দেশের আটটি—দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা, ভুবনেশ্বর, ব্যাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রম নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের গড় দরদাম হিসাবে হয় ১১৩৪৪ টাকা। এরপর সরকার নির্ধারিত বিবিধ শতাংশ বৃদ্ধি, সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত ২৫ শতাংশ যোগ করে—সব মিলেই চাওয়া হয়েছিল ২৬,০০০ টাকা ন্যূনতম বেতন।

সুপারিশ ঃ জিনিসপত্রের দরদাম বেতন কমিশন সংগ্রহ করেছেন ইন্ডিয়ান লেবার-ইনস্টিটিউট, সিমলা থেকে। অথচ সরকারী কৃষি মন্ত্রকের ওয়েবসাইটেও খুচরো যে দরদাম দেওয়া আছে তাকে হিসাবের মধ্যে নিলেও হয় ১১৩৪২ টাকা। দ্বিতীয়ত, বেতন কমিশন বিগত ১২ মাসের গড় দরদামের হিসাব অনুযায়ী যে বেতনক্রম স্থির করেছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। ১.১.২০১৬ তারিখের দরদামকেই বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধরা উচিত। সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত ২৫ শতাংশ বৃদ্ধিকে কমিয়ে আনা হয়েছে ১৫ শতাংশ-এ। এটাও গ্রহণযোগ্য নয়। বাসস্থানের নিমিত্ত ৭.৫ শতাংশ ধার্য না করে হরেদরে ৫২৪ টাকা অর্থাৎ ৩ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে।

স্মারকলিপি ঃ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের অনুপাত বলা হয়েছিল ১ : ৮। অর্থাৎ ২৬,০০০ : ২,১৩,২০০ টাকা।

সুপারিশ ঃ সর্বোচ্চ ১৮০০০ : ২,২৫,০০০ অর্থাৎ ১ : ১২.৫, ক্যাবিনেট সেক্রেটারির বেতন ধরলে তা দাঁড়াবে ১ : ১৪। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশের চেয়েও অধিক বৈষম্য করা হয়েছে।

স্মারকলিপি ঃ পি.বি-১ : ১৮০০ = ২৬,০০০ এইচ এ জি ১,৯৩,০০০। পি.বি-১ : ২০০০ = ৩৩,০০০ সেক্রেটারি ২,১৩,০০০। পি.বি-১ : ২৮০০ = ৪৬,০০০ সেক্রেটারি ২৪,০০০।
পিবি-২ : ৪২০০ = ৫৬,০০০। পিবি-২ : ৪৮০০ = ৭৪,০০০। পিবি-২ : ৫৪০০ = ৭৮,০০০।
পিবি-৩ : ৫৪০০ = ৮৮,০০০। পিবি-৩ : ৬৬০০ = ১,০২,০০০। পিবি-৩ : ৭৬০০ = ১,২০,০০০।
পিবি-৪ : ৮৯০০ = ১,৪৮,০০০।
পিবি-৪ : ১০,০০০ = ১,৬২,০০০।

সুপারিশ ঃ পিবি-১ এর ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ২.৫৭। পিবি-২ এর ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ২.৬২। পিবি-৩-এর ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ২.৬৭। পিবি-৪-এর ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ২.৮১। সেক্রেটারি পর্যায়ের বেতনক্রম নির্ধারণে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বৈষম্য বজায় রাখা হয়েছে।

স্মারকলিপি ঃ ফিটমেন্ট ফর্মূলা ঃ সর্বনিম্ন এম টি এস বেতনক্রম চাওয়া হয়েছে ২৬,০০০। অর্থাৎ আজকের বেতনের ৩.৭২ শতাংশ।

সুপারিশ ঃ সুপারিশ ২.৫৭ গুণ।

মতামত ঃ সর্বনিম্ন বেতনের হিসাবকে চ্যালেঞ্জ করে পরিবর্তন করা গেলে ফিটমেন্ট ফর্মূলাও পরিবর্তিত হবে।

স্মারকলিপি ঃ প্রমোশনজনিত বেতন বৃদ্ধি চাওয়া হয়েছিল উচ্চপদে ২টা ইনক্রিমেন্ট।

সুপারিশ ঃ একটা ইনক্রিমেন্ট।

স্মারকলিপি ঃ সুপারিশ কার্যকর করার দিন ১.১.২০১৪।

সুপারিশ ঃ ১.১.২০১৬।

স্মারকলিপি ঃ কষ্টসাধ্য কাজের জন্য বিশেষ ভাতা।

সুপারিশ ঃ কোনো সুপারিশ করা হয়নি।

স্মারকলিপি ঃ লোয়ার ডিভিশনদের আপার ডিভিশন ক্লার্ক হিসাবে উন্নীত করা।

সুপারিশ ঃ কোনো সুপারিশ করা হয়নি।

স্মারকলিপি ঃ সমস্ত পদকে এক্সিকিউটিভ এবং নন-এক্সিকিউটিভে ভাগ করা।

সুপারিশ ঃ গ্রহণ করা হয়নি।

স্মারকলিপি ঃ গ্রামীণ ডাক সেবকদের বিষয়সমূহ সপ্তম বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা।

সুপারিশ ঃ মানা তো হয়ইনি, উল্টে অত্যন্ত খারাপ মন্তব্য করা হয়েছে।

স্মারকলিপি ঃ বাড়িভাড়া ভাতা ৬০, ৪০, ২০ শতাংশ।

সুপারিশ ঃ দাবি তো মানা হয়ইনি উল্টে কমিয়ে সুপারিশ করা হয়েছে ২৪, ১৬, ৮ শতাংশ।

স্মারকলিপি ঃ আর্নড লিভ ৪৫০ দিন ছুটি জমানো, ছুটির অর্ধেক কোনও বিপদমূলক পরিস্থিতিতে নগদে রূপান্তরিত করা, ক্যাজুয়াল লিভ ১২ দিন, মাতৃত্বকালীন ছুটি ২৪০ দিন, পিতৃত্বকালীন ছুটি ৩০ দিন, চাইল্ড কেয়ার লিভে প্রত্যেক বারের জন্য ছুটির উর্ধ্বসীমা না রাখা।

সুপারিশ ঃ কোনো দাবি মানা হয়নি, উল্টে মাতৃত্বকালীন ছুটির দ্বিতীয় বছরে ২০ শতাংশ বেতন কেটে নেওয়া হবে।

স্মারকলিপি ঃ পাঁচবার পদোন্নতি চাকুরী জীবনে।

সুপারিশ ঃ তিনবার প্রমোশনে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। উল্টে এম.এ.সি.পি. পেতে গেলে সি.আর.এ 'খুব ভালো' পেতে হবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তথাকথিত অকর্মণ্য কর্মী চিহ্নিতকরণ করে ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করা।

স্মারকলিপি ঃ এল টি সি-তে বিদেশ ভ্রমণ।

সুপারিশ ঃ মানা হয়নি।

পেনশন সম্পর্কিত

৭ম বেতন কমিশনের নিকট পেনশন সম্বন্ধীয় আমাদের প্রদত্ত দাবিসমূহের বিষয়ে বেতন কমিশনের সুপারিশ নিম্নে উল্লেখিত হল।

স্মারকলিপি ঃ পেনশন ও ফ্যামিলি পেনশনের হার বৃদ্ধি করা।

সুপারিশ ঃ গ্রহণ করা হয়নি। পুরাতন হার বজায় থাকছে।

স্মারকলিপি ঃ সর্বনিম্ন পেনশন সর্বনিম্ন বেতনের সমান করা।

সুপারিশ ঃ গ্রহণ করা হয়নি। কমিশনের সুপারিশে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের গৃহীত পেনশনকে ২.৫৭ দিয়ে গুণ করে পেনশন স্থির করার সুপারিশ করা হয়েছে।

স্মারকলিপি ঃ বয়স্ক পেনশনারদের অতিরিক্ত পেনশন হার বৃদ্ধি ও ন্যূনতম বয়স ৮০ বছর থেকে কমিয়ে আনা।

সুপারিশ ঃ পরিবর্তন গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমানে যা আছে, তাই থাকবে।

স্মারকলিপি ঃ বর্ধিত ফ্যামিলি পেনশন ৭ বছর থেকে ১০ বছর করার দাবি।

সুপারিশ ঃ গৃহীত হয়নি। বর্তমানে যেমন আছে, তাই থাকছে।

স্মারকলিপি ঃ সর্বাধিক গ্র্যাচুইটির পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

সুপারিশ ঃ গৃহীত হয়েছে। ১০ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে ২০ লক্ষ সুপারিশ করা হয়েছে।

স্মারকলিপি ঃ মৃত কর্মচারীর গ্র্যাচুইটি বৃদ্ধি করা।

সুপারিশ ঃ চাকরির সীমার উপর একটি পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে—বর্তমানে ৫০ বছর থেকে ২০ বছর চাকরি সীমাকে ভেঙে ২টি করা হয়েছে—যথা

ক) ৫-১১ বছর কম চাকরিতে—১২ মাসের বেতন।

খ) ১১-২০ বছর কম চাকরিতে—২০ মাসের বেতন।

স্মারকলিপি ঃ কমিউটেশন করা পেনশন ফেরতের সময় ১০ বছর করা।

সুপারিশ ঃ গৃহীত হয়নি। বর্তমান সময় ১৫ বছর থাকছে।

স্মারকলিপি ঃ ছুটির সীমা বৃদ্ধি এবং অবসরকালীন ছুটির বেতন।

সুপারিশ ঃ গৃহীত হয়নি। বর্তমানে যেমন আছে তাই থাকছে।

স্মারকলিপি ঃ চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি করা (ফিক্সড মেডিক্যাল এলাউন্স)

সুপারিশ ঃ গৃহীত হয়নি। বর্তমান প্রদত্ত ৫০০ টাকাই থাকছে।

স্মারকলিপি ঃ ৭ম বেতন কমিশনের প্রাক্ ও পরবর্তী পেনশনারদের পেনশনের সমতার নির্ধারণ।

সুপারিশ ঃ নিম্নোক্ত সূত্র অনুযায়ী আংশিক গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে ঃ

(ক) ষষ্ঠ বেতন কমিশনের (০১-০১-২০০৬) নির্ধারিত পেনশন x ২.৫৭।

(খ) পেনশনার বেতনক্রমে শেষ বেতনকে ৭ম বেতন কমিশনের সূত্রানুযায়ী ০১.০১.২০১৬-তে বেতন নির্ধারণ করতে হবে এবং তারসঙ্গে পূর্বতন বেতনক্রমে যেকটি ইনক্রিমেন্ট পেয়েছে—সেই কয়টি ৩ শতাংশ হারে বর্তমান বেতনের সঙ্গে যুক্ত করে তার ৫০ শতাংশ পেনশন বিবেচিত হবে।

এই (ক) ও (খ)-এর মধ্যে যেটা বেশী হবে সেটাই পেনশন হবে। □

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন পত্রিকার ডিসেম্বর ২০১৫-সংখ্যা

সুজেট, আমরা তোমার যোগ্য নই

২০১২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারির পার্কস্ট্রীট গণধর্ষণের বিচারের রায় বের হল সম্প্রতি, যে পার্কস্ট্রীটের ঘটনাকে মানুষ একদিনের জন্যেও ভুলতে পারেনি। পার্কস্ট্রীটের ঘটনার ভয়াবহতায় শিউরে ওঠা মনকে আরও ঘৃণায় কুঁকড়ে দিয়েছিল একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর মুখে 'সাজানো ঘটনা'-র তকমা। তারপর সাজানো ঘটনার ধারাবাহিকতা চলছে তো চলছেই—কাটোয়া, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, ধূপগুড়ি, কাকদ্বীপ—সারা বাংলা জুড়ে দুর্বৃত্তের নিঃশঙ্ক পদচারণা নিশ্চিত করেছে শাসকের বরাভয়। পার্কস্ট্রীট ছিল প্রথম ঘটনা। তাই পার্কস্ট্রীটকে ভোলা যায় নি। আবার শাসকের পদলেহনের চালু সুবিধাবাদী রাস্তাটা বর্জন করে কলকাতা পুলিশের অপরাধদমন শাখার যুগ্ম কমিশনার যখন গণধর্ষণ ঘটেছে একথা দ্বিধাহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন টিভির পর্দায় তারপর পদ থেকে তাকে অপসারিতও হতে হয়েছিল—ভোলা যায় নি সেই নারীর হিম্মতকে। সবার চোখের সামনে একটার পর একটা একটা বাধা খাড়া করা হয়েছে যাতে বিচার না হয়। অভিযুক্তরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করায় সিসি টিভির ফুটেজ পাঠানো হয়েছে হায়দরাবাদের ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে, বিচার শুরু বিলম্বিত হয়েছে। কিন্তু দমানো যায়নি অদম্য সেই নারীকে যার নাম সুজেট জর্ডন। ভারতীয় আইন অনুযায়ী ধর্ষিতার নাম প্রকাশ্যে আনা যায় না। কিন্তু ঘটনার ১৫ মাস পরে সুজেট জর্ডন বেরিয়ে এসেছিলেন অপরিচয়ের অন্তরাল থেকে। 'কেন আমি মুখ ঢাকবো, মুখ ঢাকুক অপরাধীরা'—তার এই উচ্চারণে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল সেই সংশয়ী সমাজ-মানসিকতার প্রতি—কেন ধর্ষণের ঘটনায় অভিযোগকারিণীর দিকে আঙুল তোলা হবে? একটি ধর্ষণে নারীর অস্তিত্বকে হত্যা করা হয়, সেই ভয়ঙ্কর অপরাধের পর ধর্ষিতার সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা স্পষ্টতই অপরাধীদের প্রতি পক্ষপাত। সুজেট নিজেকে ধর্ষণের শিকার বলতেন না, বলতেন—আমি ধর্ষণের ভয়াবহতা থেকে বেঁচে ফেরা মানুষ। সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই নিজ অধিকারের জন্য লড়াই করতে করতে সুজেট হয়ে উঠেছিলেন সমাজকর্মী। কামদুনির ঘটনা থেকে প্রতিবাদী মিছিলে পা মিলিয়েছেন তিনি। ধর্ষণের ভিতর দিয়ে গেলে মানুষের যে বিপন্নতা তা তুলে ধরেছেন টিভির একাধিক টক শোতে অংশ নিয়ে, বিপন্ন মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, কাউন্সেলিং করেছেন। সেই অসম সাহসিনী নারী মেনেনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন গত মার্চ মাসে। গত জানুয়ারি মাসে নিম্ন আদালতকে তিন মাসের মধ্যে বিচার শেষ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। তবুও প্রায় একবছর কাটিয়ে বিচার শেষে রায় দান হল ১০ ডিসেম্বর। প্রধান দু'জন অভিযুক্ত এখনও ফেরার। সাজা ঘোষণা হল শুধু ধৃত ও জেলবন্দী ৩ জনের। রায় দানের আগে অভূতপূর্বভাবে সরকারী কৌঁসুলী ধৃত ৩ জনের জন্য ন্যূনতম শাস্তির আবেদন করলেন। যদিও ৩৭৬(২)(জি) ধারায় যাবজ্জীবন শাস্তির ব্যবস্থা আছে এবং ধর্ষণ ও ধর্ষণে সহায়তার মধ্যে আইন কোনো পার্থক্য করে না। এরপর সরকারী কৌঁসুলীকে অপসারিত করে কারণ দর্শাতে বলা হয় সরকারের তরফে। ঐ মহিলা আইনজীবী ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, কেন গত তিন বছর ধরে মূল অভিযুক্তকে ধরা যাচ্ছে না যে জবাব পুলিশকে দিতে হবে। মূল অভিযুক্তদের বাদ দিয়ে সহায়তাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানে তাঁর এই আপত্তি আঙুল তুললো সরাসরি পুলিশ মন্ত্রীর দিকেই। সুজেট জর্ডনের পিতা পিটার জর্ডনসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা স্বভাবতই হতাশ হয়েছেন এই রায়ে, তাঁরা উচ্চ আদালতে যাবেন এর বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা কি এখনও বলতে পারবো না আমাদের রাজ্যকে যারা অপরাধের উপত্যকাভূমি করে তুললো, যারা সব উন্নয়ন বন্ধ করে শুধু বেকার যুবকদের অপরাধী বানাবার কারখানা করে তুলেছে গোটা রাজ্যকে তাদের আমরা চাই না, চাই না, চাই না। সুজেট জর্ডনের ছবি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, আমরা তার যোগ্য হয়ে উঠতে পারব কিনা। □

শাশ্বতী মজুমদার

শতবর্ষে বিজন ভট্টাচার্য এবং নবান্ন

আমরা লড়ব সাথী

প্রিয়ব্রত ভৌমিক

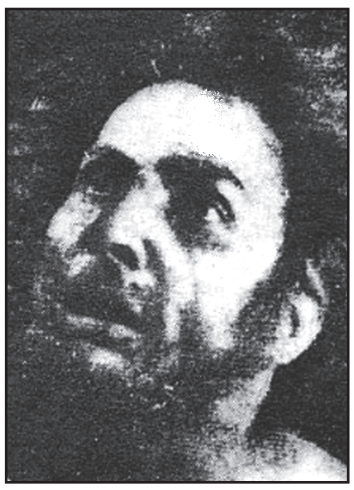

"কোতল হয়ে যাওয়া আকাঙ্খার দিব্যি
নিভে যাওয়া নজরের দিব্যি
কড়া-পড়া হাতের দিব্যি
আমরা লড়ব সাথী..."

১
আজ পর্যন্ত প্রচলিত সমস্ত ইতিহাস
"শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস"

"যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি এখনও যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়"

স্মরণ তো তাকেই যিনি আলোর পথযাত্রী। স্মরণ তো তাকেই যিনি পথভ্রষ্টতা থেকে আমাদের রক্ষা করেন। স্মরণ তো তাকেই যার থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার বহন করে প্রকৃত অর্থে উত্তরসূরী হতে চাই। তাই এই কথন, শতবর্ষের গোড়ায় দাঁড়িয়ে বিজন ভট্টাচার্য্য।

সম্প্রতি এক মাননীয়া এক ফতোয়া আমাদের জন্য জারী করেছেন, তার ইচ্ছেমতো তার দিনক্ষণ অনুযায়ী নাকি এসব চলবে। আর এর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই পোঁ ধরেছেন চামচাকুল যাদের প্রাপ্তি বিভিন্ন পুরস্কারের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে অর্থ এবং ইত্যাদি (পড়ুন ডোলের রাজনীতি)। এই সব লোকেরা (পড়ুন সুশীল সমাজ) ইতিহাসের তন্বিষ্ট অধ্যয়ন না করেই ভান করছেন পান্ডিত্যের। এসবই আমাদের প্ররোচিত করছে শিল্পীকে আরো জানতে। বিজন ভট্টাচার্যের আসল ঠিকানা মানুষের কাছে তুলে ধরতে। যারা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিরোধিতা করেন তাদের জন্য নয়, বরং তাদের জন্য যারা ভণ্ডামির মুখোশের আড়ালে (পড়ুন সুশীল সমাজের মা-মাটি-মানুষের গপ্প) ঢেকে রাখা মুখকে জনসমক্ষে প্রকাশ করার মাধ্যমে, যারা সতত আন্তরিক ভাবে বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপকারদের উত্তরসূরী হতে চায় তাদের জন্যই এই কথন। এখানে লেখকের ভূমিকা গৌন। প্রতিবেদনটি বিজন ভট্টাচার্য্য প্রথম তিনটি নাটকের মধ্য দিয়ে দেখা। প্রাসঙ্গিকভাবে এটাকে সাজানোর কাজটি মাত্র করেছি।

সামনে কথা লিখতে শুরু করলে পেছনের কথা ভিড় করে আসবেই। তাই ফিরে তাকাতে হয়। এগিয়ে চলার সাপেক্ষেই ফিরে তাকাতে হয়, তাই স্মৃতির সারণী বেয়ে ইতিহাস, তার অনুসন্ধান। নতুন ইতিহাস তৈরি হবার বিশ্বাস, তার শপথের দিনলিপি।

''ইতিহাসের পুনরুদ্ধার — শ্রেণীসংগ্রামের তীক্ষ্ণতম হাতিয়ার, ইতিহাসের বিস্মৃতি আনে নিষ্ক্রিয়তা, বিকৃতি নিয়ে আসে পক্ষাঘাত। শোষক শ্রেণির এক ইতিহাস শোষিতের অন্য। শোষক শ্রেণি তাকে বিকৃত করে শ্রেণিস্বার্থে, শোষিত শ্রেণি তাকে করে পুনরুদ্ধার-সত্যের তথা বিপ্লবের প্রয়োজনে।''

এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেই শতবর্ষে বিজন ভট্টাচার্য, তার নাটক নবান্ন। ওদের নবান্ন আর আমাদের নবান্ন। আজকের নবান্ন—দলনকারী, উচ্ছেদকারী, দখলদার, গতরখেকো জোতদার, মহাজন মালিক আর তাদের পাহারাদার রাষ্ট্র এবং ধর্মনেতাদের গলাগলি আজকের নবান্ন। চোরচোট্টা, চিটিংবাজ, লোক ঠকানো লোচ্চা, লম্পট আর ধর্ষকদের সরকারের অপর নাম আজকের নবান্ন, ওদের নবান্ন।

২
আমাদের নবান্ন
"এই দেশ, এই স্বর্ণ প্রসবিনী মাটি
অন্নপূর্ণা চূর্ণ কর ভূস্বামীর মাটি কৃষকের জমি
চাই। জমি চাই, ক্ষেতমজুরের
মুক্তি চাই শৃঙ্খলিত ভুখা ভারতের

সময় বদলাচ্ছিল। সেই সঙ্গে বদলাচ্ছিল সাহিত্য এবং অন্য শিল্পের ধারা। অবিভক্ত বাংলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, তেভাগা-র লড়াই, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, মানুষের মাথা উঁচু করে বাঁচার আন্দোলন পাশাপাশি গোটা পৃথিবীর বদলের ভূগোল, থিয়েটারের সঙ্গে আদর্শ জড়িয়ে রাখা নাট্যকারেরা তাদের দিনরাত্রি... বিজন ভট্টাচার্য অন্যতম।

১৯৪২ সাল আগস্ট বিপ্লবের বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গ্রাস করেছে পৃথিবীকে। যুদ্ধের জোগান দিতে গ্রাম থেকে সরকার প্রায় সমস্ত শস্য সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে। তার উপর ১৯৪২-এর 'সাইক্লোন'। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে গোটা দক্ষিণবঙ্গ ছারখার হয়ে গেল। শুরু হল ১৩৫০-এর মন্বন্তর। গ্রাম থেকে হাজার হাজার নিরন্ন মানুষ শহরে এসে মৃত্যুর মিছিলকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে তুললো। এইসব প্রত্যক্ষদর্শী বিজন ভট্টাচার্য। সেই তার নাট্যকার জীবনের শুরু।

প্রচলিত আছে বিজন ভট্টাচার্যের লেখা প্রথম নাটক আগুন (যদিও কেউ কেউ এ প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করেছেন)। পাঁচটি দৃশ্যে বিধৃত এই নাটক তৎকালীন অবস্থায় র‍্যাশনের লাইনে চালের জন্য দাঁড়ানো বিভিন্ন ধরনের মানুষের 'কিউ' দেখে। তিনি নিজেই বলেন ''এই শহরের যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ছায়াপাতের একটি লক্ষণ দেখেছিলাম 'কিউ'-এর মধ্যে—'জলের কিউ, চালের কিউ'। প্রথম দৃশ্যে চালের লাইনে দাঁড়ানো এবং তাগাদা, দ্বিতীয় দৃশ্যে চালের লাইনে দাঁড়ানো একজন কৃষক তার ক্ষেত থেকে ধান কেটে নিয়ে গোলায় তোলার স্বপ্ন দেখে, বাকী দুটি দৃশ্যে শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত পরিবারে মানুষ চালের লাইনে দাড়িয়ে দুমুঠো চাল পাওয়ার জন্য উদগ্রীব। পঞ্চম দৃশ্যে মানুষ সিভিক গার্ডের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। লাইনে দাঁড়ানো মানুষ চিৎকার করে জানান দেয় বাঁচতে হবে আর বাঁচতে হলে মিলে মিশে থাকতে হবে। গ্রাম শহরের মানুষ একসঙ্গে বাঁচার শপথ সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে। দৃশ্যগুলি রেশন ব্যবস্থার দুর্নীতি এবং খাদ্যাভাব, কালোবাজারি আর তার বিরুদ্ধে মানুষের ঐক্যবদ্ধ শপথ।

১৯৪৩ সালে বিজন ভট্টাচার্য তার দ্বিতীয় একাঙ্কটি লেখেন। কলকাতার রাজপথে 'ফ্যান দেবে গো মা, একটু ফ্যান' বুভুক্ষায় পড়ে থাকা মৃতদেহ, পুলিশের গুলিতে নিহত যুবক প্রতিদিন হাঁটাচলায় এই ছিল তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। এর মধ্যে একদিন পুলিশের হাতে প্রচণ্ড মার খেলেন। তিনি লিখেছেন ''আপিস থেকে ফিরবার পথে রোজই ভাবি এইসব কিছু নিয়ে লিখতে হবে। ভয় করে গল্প লিখতে সে বড় সেন্টিমেন্টাল, প্যানপেনে হয়ে যাবে। একদিন ফেরার পথে কানে এল পার্কের রেলিঙের উপরে বসে এক পুরুষ আর এক নারী তাদের ছেড়ে আসা গ্রামের গল্প করছে, নবান্নের গল্প করছে, পুজো পার্বনের গল্প, ভাববার চেষ্টা করছে তাদের অবর্তমানে গ্রামে এখন কি হচ্ছে? আমি আমার ফর্ম পেয়ে গেলাম। নাটকে ওরা নিজেরাই নিজেদের কথা বলবে।'' সৃষ্টি হল জবানবন্দী। নবান্নের পূর্বসূরী হিসাবে এই নাটক শহরে এবং গ্রামেগঞ্জে বহুবার অভিনীত হয়।

'জবানবন্দী'র দৃশ্য চারটি। চরিত্রগুলি গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরন্ন মানুষের— দুটো ভাতের সন্ধানে চাষি পরিবারগুলি শহরের পথে পথে পা বাড়িয়েছে। একদা সোনার ধান ফলিয়েছে যে কৃষক, তার হাতে ভিক্ষাপাত্র, বেঁচে থাকার অন্তিম চেষ্টা। শহুরে ভদ্রলোকদের, বাবুদের নিস্করুণ ঔদাসীন্য, পারিবারিক স্নেহ ভালোবাসায় ভাঙন, দুটো ভাত আর একটু কাপড়ের জন্য গ্রামীণ গৃহবধুর শহুরে লম্পটের কাছে দেহ দান। খিদের জ্বালায় অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে রাস্তায় পড়ে মরে থাকা। শেষ দৃশ্যে পরিবারের কর্তার মৃত্যু দিয়ে নাটকটি শেষ হয়। বদ্ধ চোখে তার সোনার ধানের স্বপ্ন। কর্তা সবাইকে বলে, 'তোরা সব ঘরে ফিরে যা। আমার সেই মরচে পড়া নাঙ্গল ক'খানা আবার শক্ত করে, শক্ত করে চেপে ধরা মাটিতে।... সোনা ফলবে বেন্দা, সোনা ফলবে, সোনা ফলবে।'' মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে অস্বীকার, জীবনের জয়গান নতুনের আবির্ভাবে প্রতিকূলতাকে দূরে ঠেলে প্রগতির রণযাত্রা।

আগুন, জবানবন্দীর পর বিজন ভট্টাচার্য্য লিখলেন 'নবান্ন'। তিনটি নাটকই একই সূত্রে গাঁথা। একই ধারাবাহিকতার ফসল। এই নাটক অন্য দুটি নাটক থেকে উত্তরণ। মৃত্যু নয় প্রতিরোধ শেষ কথা, প্রতিরোধ দেশি-বিদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে। এই পূর্ণাঙ্গ নাটকে তিনটি স্তর— প্রথম স্তরটি ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন-ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ব্যাপ্ত পটভূমি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের কালের রাজনৈতিক আবেগের প্রতিফলন। দ্বিতীয় স্তরে একটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত কৃষক পরিবারের মর্মান্তিক কাহিনী। আর তৃতীয় স্তরে এই সমস্ত প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করে উত্তরণ, নবান্নের স্বপ্ন সম্ভাবনার মধ্যে। এই তিনটি স্তরে নাটকটি চারটি অঙ্কে মোট পনেরোটি দৃশ্যে বিস্তৃত। বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলির কোলাজ নাটকটি। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ একটি দায়বদ্ধ একাগ্র প্রতীক—আমরা করবো জয় নিশ্চয় কোনো একদিন...।

নবান্ন নাটক শুরু হয় একটা প্রতিরোধের দৃশ্য দিয়ে। উৎপল দত্তের কথায় ''নবান্ন নাটকের কথা বলছি আমি। শুরুই হয় ৪২-এর আন্দোলনের ছবি। ৪২ আন্দোলনে পুলিশের গুলি চালনা। পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে... মানুষ আবার প্রতিরোধ করছে''। শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার দেশ মেদিনীপুর জেলার পটভূমিকায় প্রধান সমাদ্দারের নতুন জবানবন্দীতে নবান্ন লেখা শুরু করেন। নাটকটির ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন ''মুমুর্ষু পরান মণ্ডলের চোখে সোনা ধানের লুঠ!'' এই দুঃস্বপ্নই প্রধান সমাদ্দারের চোখে প্রতিভাত হয়, জবা কুসুম সংকাশং রূপে। মৃত্যুকে বরণ করার দুর্দমনীয় সঙ্কল্প মধ্য দিয়ে সে করে মৃত্যুকে অস্বীকার।... ধ্বংস যত বড়োই হোক, প্রাণের অঙ্কুর তার ফাটলের মাঝখান দিয়ে আবার গজিয়ে ওঠে। মানুষের আত্মপ্রত্যয় সহস্র ঘা খেয়ে মরে যায় না।'' নাটকটি শেষ হয়েছে সবাই মিলে এক একদিন জোট বেঁধে এক একজনের জমির ধান কেটে ঘরে তুলে দেবে। পরের দৃশ্যই 'নবান্ন'। সম্মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধ গতর খাটা আর প্রতিরোধ। শ্লোগান নিজ খামারে নিজ ধান তুলবোই এক নতুন জীবন দর্শনের অভিব্যক্তি— ঐতিহাসিক তেভাগার লড়াই-এর দিক্‌নির্দেশ।

নবান্ন নাটকে প্রথম দৃশ্যে জ্বলন্ত মশাল হাতে দৃপ্ত ভঙ্গিতে অভিনেতার এগিয়ে চলার সঙ্গে মুখে চোখে ঘৃণার আগুন, দৃপ্ত শপথ আর সমাপ্তি দৃশ্যে দয়ালের গলায় এভাবে আর চলে না জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার জোর প্রতিরোধ''। নবান্ন হয়ে উঠল গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ।

৩
"আমার হাত শিকলে বাঁধা থাকবে না"

"আমার প্রতিজ্ঞা শুনেছ কি
(গোপন একান্ত একপন)
এ মাটিতে জন্ম দেব আমি
অগণিত পল্টন ফসল"

উৎসবের মোচ্ছব আর পুরস্কার ও মেলায় ছয় ছয়লাপ এই রাজ্যে মানুষের নাভিশ্বাস। আমাদের আজকের এই বাংলা আর পুরানো সেই বাংলা আজ একাকার হয়ে গেছে। ক্ষেত খামারে, গ্রামে গঞ্জে নবান্ন কোথায়। ধানের মধ্যে লেপটে আছে গ্রামীন খেটে খাওয়া মানুষের রক্ত, যন্ত্রণা, কান্না আর দীর্ঘশ্বাস। তাই বিজন ভট্টাচার্য, আজকেও বিজন ভট্টাচার্য আর আমাদের নবান্ন।

বিজন ভট্টাচার্য বামপন্থী দলের সম্পাদককে (পূরণচাঁদ যোশী) বলেছিলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং তার সংগঠন জমি তৈরি করবে আর মানুষের বেঁচে থাকার আন্দোলন, উন্নত সমাজ গড়ার আন্দোলন তার সংগঠন তাতে বীজ বপন করবে। তাই নবান্ন নাটকের শেষ সংলাপ ঃ ''কিন্তু এ কথা জেনো প্রধান, যে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিত এসে আমার চোখের ওপর আমারই আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, কিছুতেই এদের ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ, জোর প্রতিরোধ।

বিশেষত বিগত কয়েক বছর ধরে এ রাজ্যে ক্রমাগত শ্রমজীবী মানুষের উপর নিপীড়ন, মা-বোনেদের উপর ধর্ষণ এবং বিশেষত গ্রাম বাংলায় লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, পিটিয়ে হত্যা, নিজস্ব ভিটে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা হিসাবে সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এই প্রশ্নে ইতালি এবং জার্মানীর কবর থেকে ধার করা মতাদর্শ নিয়ে এক মাননীয়া নিরন্তর ঘটে যাওয়া শ্রেণীসংগ্রামে পুঁজির মুখ হয়ে আঙুল তুলে হিসহিসানি শব্দে জানান দিচ্ছেন এগুলি কিছুই নয়, ছোট্ট ঘটনা, পেটি ম্যাটার, দুষ্টু ছেলের কাণ্ড, কখনোবা সরাসরি অস্বীকার এবং সবকিছুকে ভুলে যাওয়ার জন্য সরাসরি হুমকি।

নবান্ন নাটকে একটি দৃশ্যের সেই জায়গায় নাটকের অন্যতম মূল চরিত্র প্রধান সমাদ্দারকে হুমকি দিয়ে বলা হচ্ছে ''ব্যথা-ট্যথা কিছুই নেই। ওসব ভুলে যাও'', যন্ত্রণা সব হারানোর বেদনার কোনো অস্তিত্বই নেই। শুধু হুমকি 'ভুলে যাও তুমি, তোমার কথা ভুলে যাও'। এই লোকগুলি কি করে জানবে, কেউ কি করে জানবে যে তার কোথায় কষ্ট আর সে কত কষ্ট। ইচ্ছে করেই ওরা একথা বলছে। ঘৃণায় বেঁকে যায় মুখ, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের স্বর আছড়ে পড়ে প্রধান সমাদ্দারের গলায়— চল পাগলা তুই ভুলে যা। তাই যা তবে ভুলে যা''। আর এইখানেই বিজন ভট্টাচার্যের মানুষের প্রতি, তার সত্তার প্রতি এক গভীর অনুভব আর এটাই ছিল বিজন ভট্টাচার্যের সমস্ত শিল্পসৃষ্টির উৎস। তাই তিনি অতুলনীয়। সেই মানুষ ভণ্ড শিল্পী সমাজ (পড়ুন সুশীল সমাজ) হিসেবের ছকের মধ্যে বিন্যস্ত হবেন কি করে।

২০১৫ শেষে পৌঁছে আমরা যদি ফিরে তাকাই এই নবান্নে যেখানে গণতন্ত্রের পতাকা ধুলোয় লুণ্ঠিত। আক্রান্ত সন্ত্রাসে ঢেকে যাচ্ছে শহীদের রক্ত লাঞ্ছিত লাল পতাকা। ওরা বলছে বিগত সরকারের মানুষের জয়যাত্রা এখন ধূসর অতীত। এখন চলছে ইতিহাসের কাঁটা ছেঁড়া। আপাতত এই ট্রাজিক পরিণতির জন্য চিহ্নিত হচ্ছে আমাদের আন্দোলনের দুর্বলতা এবং অবশ্যই লক্ষ্য হচ্ছে বামপন্থী সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন। সুশীল সমাজের কুৎসার ঢেউ চলছে। আমাদের গুলিয়ে দিচ্ছে সবকিছু, দুর্বলতাকে হাতিয়ার করে গড়ে তুলছে ভোগবাদের মানসিকতা। বামপন্থাকে কবরে পাঠানোর নিপুণ কলাকৌশল। একে রুখতে হবে। এই অবস্থা পালটাতেই হবে। তাই এর বিরুদ্ধে অসামান্য ব্যতিক্রমী ভূমিকার জন্য বিজন ভট্টাচার্যদের স্মরণ। তারই শিক্ষা আগামী দিনের জোট বাধার শপথ এবং প্রতিরোধ। আমাদের নবান্নকে আমরা ছিনিয়ে আনবই। আবার পথে পথে সর্বত্র আমাদের নবান্ন। এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে আমরা পথ হাটছি, হাঁটব। মৃত্যু মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আমাদের দায়বদ্ধতার শ্লোগান—**'আমরা লড়ব সাথী'।**

এই প্রতিরোধের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে স্পষ্ট, শোনা যাচ্ছে কাছে থেকে দূরে, আরও দূরে... বাংলার বুকে প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষের ৭৭ হাজার বুথে তাই দীপ্ত মিছিল... হাতে কাজ দাও, কাজের দাম দাও, মা-বোনেদের ইজ্জত লুঠতে দেব না, সন্ত্রাসের বদলে নিরাপত্তা...(এই আওয়াজে কেউ করে ব্যঙ্গ, কেউ কটাক্ষ...ভেতরে কাঁপন)।

নবান্ন' আমাদের উত্তরাধিকার। শুধু উত্তরাধিকার নয়। উত্তরাধিকারের গণ্ডী ভেঙে আমরা বিজন ভট্টাচার্যের উত্তরসূরী হতে চাই। আজকের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সেই পথেই এগুতে হবে শ্রেণী সংগ্রামের রণযাত্রায়। □

ঋণ স্বীকার ঃ 'কোরক', গণনাট্য, বিজন ভট্টাচার্য্য রচনা সংগ্রহ (১)।

ভেনিজুয়েলার সাম্প্রতিক নির্বাচন
বামপন্থীদের কাছে এক শিক্ষা

উৎসর্গ মিত্র

ষোল বছরে এই প্রথম ভেনিজুয়েলার সংসদ দক্ষিণ পন্থীদের হাতে গেলে। প্রথমে আর্জেন্টিনা, তারপর ব্রাজিল, আর এবার ভেনিজুয়েলা! ফান্ড-ব্যাঙ্ক বিরোধী লাতিন জোটে পর পর তিন বার আঘাত হানতে পেরে দারুণ উচ্ছ্বসিত পশ্চিমী দুনিয়া। জোটের যাত্রার প্রথম দিন থেকেই, বিশেষ করে হুগো সাভেজের মৃত্যুর পর থেকেই লাগাতার একের পর এক চক্রান্ত তারা করে গেছে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় লাতিন জোট ভাঙ্গার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু সত্যিই তারা সফল হ'ল কি সেটা আগামী দিন বলবে, তবে একটা ধাক্কা যে এসেছে, সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। এখন গোটা বিষয়টা বরং ফিরে দেখা যাক।

আর্জেন্টিনায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই মানুষের কৌতূহল তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল। সমস্ত রকমের সমীক্ষা সত্ত্বেও সবাই ধরেই নিয়েছিলেন যে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 'ফ্রন্ট ফর ভিক্ট্রি'র প্রার্থী সিওলি-ই জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসীন হবেন। কিন্তু যত দিন গেল, দেখা গেল যে সমীক্ষার ফল বদলাতে শুরু করেছে। দেশের দক্ষিণ-পন্থী সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা এক্ষেত্রে অসীম ছিল। বলা যায় যে সে দেশের জনমত এক রকম তারাই তৈরি করে ফেলেছিল। ফলে প্রথম দফার নির্বাচনে কোনও নির্দিষ্ট ফলাফল বেরিয়ে আসেনি। আর্জেন্টিনার সংবিধান অনুযায়ী এক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী এবং দেখা গেল, এই নির্বাচনে দক্ষিণ-পন্থী প্রার্থী মরিসিও মাকরি অবশেষে ৫১.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়ে গেলেন। 'ফ্রন্ট ফর ভিক্ট্রি'র প্রধান দল পেরোনিস্টরা সেই ২০০৩ থেকেই আর্জেন্টিনার ক্ষমতায় আসীন ছিল। রাষ্ট্রপতি ক্রিশ্চিয়ানা ফার্নান্ডেজ দু'বার নির্বাচিত হয়ে যাওয়ায় তৃতীয় বার তাঁর জায়গায় সিওলি প্রার্থী হয়েছিলেন, কিন্তু জনমত তাঁকে আর রাষ্ট্রপতি হওয়ার সুযোগ দিল না।

আর্জেন্টিনায় দক্ষিণ-পন্থী মাকরির নির্বাচন অবশ্যই নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকার এ যাবত সফল লড়াইয়ে একটা ধাক্কা। মার্কিন ভক্ত এই নতুন রাষ্ট্রপতি ইতোমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে তিনি 'দেশের স্বার্থে' বাজার সংস্কারের প্রবর্তনে নামবেন, আরও বেশি করে বেসরকারিকরণ চালাবেন আর অবশ্যই ফান্ড-ব্যাঙ্কের সাথে সম্পর্ক নতুন করে শুরু করবেন। আমেরিকার সাথে নতুন করে সখ্যতা স্থাপন করে ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশগুলোর সাথে আগের সরকারের করে যাওয়া চুক্তিগুলি পুনর্বিবেচনা করবেন। ভেনিজুয়েলাকে তো তিনি এমনকি 'মার্কোসুর' থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দিয়ে রেখেছেন। যে আর্জেন্টিনা মার্কিনী নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই আর্জেন্টিনার এই অবস্থা দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়!

ব্রাজিলের বামপন্থী রাষ্ট্রপতি দিলমা রুসেপের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সরকারী টাকা নয়ছয়ের। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল তাঁর এহেন কার্যকলাপের জন্যেই নাকি ব্রাজিলে সাংঘাতিক রকমের আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে, আর এই টাকা তিনি নাকি ব্যয় করেছিলেন ২০১৪ সালে তাঁর দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে প্রচারের সময়ে। ব্রাজিলীয় সংসদে বিরোধীরা এরজন্য রাষ্ট্রপতির ইম্পিচমেন্ট বা ভর্ৎসনা দাবি করে। অধ্যক্ষ এদুয়ার্দো কুনহাও সে প্রক্রিয়া শুরুর সবুজ সঙ্কেত দিয়ে দেন। গোটা ব্যাপারটাই এখন আদালতে বিচারাধীন। সেখানকার ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে যে মামলা করা হয়েছিল, তাতে আদালত ইম্পিচমেন্ট প্রক্রিয়ার ওপর কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি কিন্তু সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যে মামলাটি করা হয়েছে, সেটির শুনানি এখনও বাকি। দেখা যাক সে মামলায় আদালত কি রায় দেয়।

মজার কথা হচ্ছে, অধ্যক্ষ এদুয়ার্দোও কিন্তু সন্দেহের বাইরে অবস্থান করছেন না। তদন্তে তাঁর দুর্নীতি সপ্রমাণিত। মনে করা হচ্ছে যে, নিজের পিঠ বাঁচাতেই তিনি এখন সরকারকে এই ভাবে ব্ল্যাক-মেলের রাস্তায় নেমেছেন। যেটাই হোক না কেন, লোকচক্ষুতে দিলমাকে হেয় করার চক্রান্ত বা প্রচেষ্টা কিন্তু আজ এই প্রথম নয়। ২০১৪ সালে তাঁর পুনর্নির্বাচনের পর থেকেই নানা মহল থেকে এ কাজ করার চেষ্টা করে আসা হচ্ছে। তখনও একাধিক বার তাঁকে ইম্পিচ করার চেষ্টা করা হয়েছে, এমনকি সেনা বাহিনীকে পর্যন্ত খোলাখুলি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ডাক দেওয়া হয়েছিল বিরোধীদের পক্ষ থেকে। দক্ষ হাতে দিলমা সামলেছেন সে সব ষড়যন্ত্র। এই বার তিনি কি করেন, সেটাই দেখার। ব্রাজিলীয় আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে ইম্পিচ করতে গেলে সংসদে প্রস্তাবে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের মতৈক্যের প্রয়োজন। সংসদে দিলমার যা শক্তি, তাতে সে পাস হওয়া বেশ শক্ত। যদি সে প্রস্তাব পাসও হয়, তখন সেটি যাবে সেখানকার উচ্চ কক্ষ সেনেটে। সেখানে অবশ্য বিরোধীদের সংখ্যাধিক্য। তবু ব্যাপারটা যথেষ্টই সময় সাপেক্ষ এখনো। সবটাই ভবিষ্যৎ নির্ভর। রাষ্ট্রপতি নিজে দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় জনগণকে পথে নামার ডাক দিয়েছেন। সেখানকার বামপন্থীরাও দিলমার পাশে আছেন। এখনি সাম্রাজ্যবাদীদের উৎসাহিত হওয়ার কোনও কারণ নেই, কিন্তু প্রচারের ব্যাপারটা তারা ছাড়ছে না। এটাকে তারা বাম-বিচ্যুতি হিসেবেই দেখাতে চাইছে, সংসদীয় প্রক্রিয়াকে জনগণের রায় বলে চালাতে চাইছে বিশ্বের দরবারে।

এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে ভেনিজুয়েলার সাধারণ নির্বাচন ছিল যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। যদি এতে পি এস ইউ ভি-র নেতৃত্বাধীন বামপন্থী জোট 'গ্রেট পেট্রিয়টিক পোল' জয়লাভ করতে পারতো, তাহলে আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিলে যে জমি ফিরে পেয়েছে বলে প্রচার করছে উদারবাদের গোমস্তারা, সেটা অনেকটাই ফিকে হয়ে যেত। কিন্তু বাস্তবে সেটা আর ঘটলো না। এটা ঠিক যে, ১৯৯৮ সালের পর থেকে দেশে সংঘটিত হওয়া এ যাবত ২১টা নির্বাচনে এটা তাদের মাত্র দ্বিতীয় পরাজয়, এটাও ঠিক যে, এই নির্বাচনের ফলে দেশের রাষ্ট্রপতির কোন পরিবর্তন হবে না, অর্থাৎ পি এস ইউ ভি-র নিকোলাস মাদুরো-ই রাষ্ট্রপতি থাবেন, কিন্তু এটাও ঠিক যে সময়ের বিচারে সংসদ নির্বাচনে পি এস ইউ ভি-রএই পরাজয় এক দারুণ স্পর্শকাতর বিষয়।

গত ৬ ডিসেম্বর হয়ে যাওয়া নির্বাচনের ফল বেরনোর পর দেখা গেল যে মোট ১৬৭টি আসনের মধ্যে পি এস ইউ ভি নেতৃত্বাধীন

দক্ষিণ পন্থীরা সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করে ফেলেছে। প্রাথমিক হিসেব বলছে যে ১৩.৫ মিলিয়ন ভোটের মধ্যে রাউন্ডটেবল পেয়েছে প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন ভোট। ফলে দেশের প্রায় সব কয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেই নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী হয়ে গেল তারা। এই ক্ষমতা নিয়ে তারা এখন সামাজিক খাতে সরকারের ব্যয় বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, সংবিধানের যে কোনও ধারাকে বদল বা বাতিল করতে পারবে, নতুনভাবে সংবিধান রচনার জন্যে বিশেষ সভা ডাকতে পারবে, এমনকি ইচ্ছে মত দেশের সুপ্রিম কোর্টের কোনও বিচারপতিকে পর্যন্ত বরখাস্ত করতে পারবে। সব মিলিয়ে ভেনিজুয়েলায় এখন দক্ষিণ-পন্থীদের রমরমা বাজার শুরু হয়ে গেল এই নির্বাচনী ফলাফলের জন্যে।

ভেনিজুয়েলার বৃহত্তম ব্যবসায়িক গোষ্ঠী 'ফেডেকামেরাস' ইতোমধ্যেই জাতীয় সংসদের কাছে মূল্য নিয়ন্ত্রণ-বিধি বিলোপের জন্য এবং হুগো সাভেজের শাসনকালে পাস হওয়া শ্রম আইনের সংশোধনের আবেদন জানিয়েছে। সুতরাং সে দেশের শ্রমিকদের জন্যে এখন থেকেই এক বিরাট লড়াই অপেক্ষা করে আছে। এক দীর্ঘ শ্রেণী সংগ্রামের পরিস্থিতি ইতোমধ্যেই সেখানে তৈরি হয়ে গেছে। নির্বাচনী ফলাফলে উৎসাহিত সে দেশের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলিভারিয়ান বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আগের চেহারায় ফিরে যাওয়ার স্বপ্নে বুঁদ এখন। সুতরাং দেশের এই বদলে যাওয়া রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে নিজেদের অধিকার রক্ষা শুধু নয়, সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলেও তাঁদের এখন এক কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং সে লড়াইয়ে জিততেও হবে যে কোনও প্রকারে।

পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে রাষ্ট্রপতি মাদুরো বলেছেন যে এই জয় আসলে প্রতিবিপ্লবীদেরই জয়। তাঁর ভাষায়, ''একটা লড়াই আমরা হেরেছি বটে, কিন্তু সমাজতন্ত্রের জন্যে যুদ্ধটা আসলে এখান থেকেই শুরু হ'ল। আমরা মনে করি এই যুদ্ধে আমরা অবশ্যই জিততে পারবো, কারণ আমরা উঠে এসেছি একেবারে মাটির থেকেই, সমস্যা নিয়েই ঘর করতে অভ্যস্ত আমরা। হেরে গিয়ে এটা তাই কাঁদার সময় না, এটা আসলে যুদ্ধের সময়''। জি পি পি-র অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সংগঠনের সভা ডেকেছেন মাদুরো আগামী রণকৌশল নির্ধারণের জন্যে। স্থানীয় প্রশাসনগুলির সাথেও আগামী দিনে পর পর কয়েকটি সভা করার কথা আছে এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে। এক কথায় ভোটের পরেও এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে রাজি নন মাদুরো।

যেটাই হোক না কেন, এই পরিস্থিতির বিচার করতে গেলে কতকগুলো দিক মাথায় রাখতেই হবে বামপন্থীদের। প্রথমত, সামগ্রিকভাবে গোটা লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে একত্রে 'বাম পন্থী' তকমা দেওয়া হলেও আসলে এরা কিন্তু সবাই এক গোত্রের বা চরিত্রের নয়। এদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাজন আছে। এগুলির মধ্যে ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর আর বলিভিয়ার সরকার আম জনতার চেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে নয়া-উদারবাদের মূলচ্ছেদ করার দিকেই নজর দেয়। অন্য দিকে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা আর উরুগুয়ে নয়া-উদারবাদের সরাসরি মূলোচ্ছেদ না ঘটিয়ে শুধুমাত্র সামাজিক কর্মসূচীগুলির উপরেই বেশি নজর দেয়। আর্জেন্টিনায় মাকরির ক্ষমতা দখল তাই সে দেশের সামনে খুব বেশি বিপদ ডেকে না এনে সেখানকার উদারবাদকে একটু উসকে দেবে মাত্র। দেশে নয়া-উদারবাদের নীতিগুলিকে আরও একটু জোরদার ভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি জনগণের উপর বাড়তি কিছু চেপে বসে, তাহলে সে তার কোনও রকমের দায় নেবে না—এই পর্যন্ত, তার বেশি কিছু নয়। সেখানকার রক্ষণশীল বুর্জোয়া শ্রেণী পেরোনিস্ট বা বামপন্থী প্রার্থীদের এতদিন মেনে নিয়েছিল কারণ তারাও নয়া উদারবাদের প্রতি যথেষ্ট নরম মনের ছিল বলেই। কিন্তু এখন যখন গোটা বিশ্বেই উদারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই তীব্র হচ্ছে, তখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে পেরোনিস্টদের সামান্যতম বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গিটুকুও আর বরদাস্ত করতে রাজি নয় তারা, আর সে কারণেই বামেদের পরাজয় ঘটেছে সেখানে, জয় হয়েছে দক্ষিণ-পন্থী প্রার্থীর।

যতই ভিন্ন প্রচার হোক না কেন, নয়া উদারবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল বর্তমান আ-বিশ্ব আর্থিক সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে এখনও প্রায় সব দেশেই এর মোকাবিলায় দিশাহারা। লাতিন আমেরিকার ছোটো দেশগুলিতে এর প্রভাব অপরিসীম। লড়াই করার জন্যেই তাই সেখানে প্রধানত হুগো সাভেজের নেতৃত্বেই গড়ে উঠেছিল 'বলিভারিয়ান অল্টারনেটিভ'। সে অল্টারনেটিভ তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও পথ দেখাতে শুরু করেছিল। স্বভাবতই এতে উদারবাদের স্বঘোষিত অভিভাবক আমেরিকা প্রমাদ গুণতে শুরু করে। সাভেজের মৃত্যুর পর তাই তারা আর কালক্ষেপ করেনি। সে দেশগুলির সংবাদ মাধ্যমকে সাথে নিয়ে নানা প্রক্রিয়ায় তারা নেমে পড়েছিল জোট ভাঙতে। এই তিন দেশের ঘটনাবলী তারই ফলাফল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রতিবাদী বা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির দেশগুলিকে বেসামাল করতে সাম্রাজ্যবাদ কোনো সুযোগই ছাড়ে না আর বামপন্থীদের বর্ধিত দায়িত্ব এখানেই। তাদের কাজ করতে হয় অনেক সাবধানতা আর সচেতনতা অবলম্বন করেই। সেখানে সামান্যতম ভুলচুকই সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। পৃথিবীর বহু দেশে এর উদাহরণ আছে। ভেনিজুয়েলা এর সাম্প্রতিক উদাহরণ। হুগো সাভেজ তাঁর ক্যারিশমা আর দূরদৃষ্টি দিয়ে নিজের দেশকে তো বটেই, পরবর্তীকালে সমগ্র লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সে ধারা বজায় রাখতে পারেনি তাঁর উত্তরসূরি মাদুরো। এমনিতেই গোটা ভেনিজুয়েলার অর্থনীতিই দাঁড়িয়ে আছে তেলের ওপর। এখন ফিনান্স পুঁজির চক্রান্তে বিশ্ব-বাজারে সে তেলের দাম হু হু করে পড়ে যাওয়ায় সে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডটাই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। ২০১৩ সাল থেকেই টান পড়তে থাকে সে দেশের বাজারে বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের। এ বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম গত বছরের তুলনায় অর্ধেক হয়ে যাওয়ায় সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়। এই ধারা এখনও অব্যাহত। ফলে সে দেশের গণবণ্টন ব্যবস্থা তো বটেই, এমনকি দুধ, ময়দা, টয়লেট পেপার ইত্যাদির মতো অতি সাধারণ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসেরও আকাল পড়ে যায় বাজারে। মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে তবে এগুলো সংগ্রহ করতে পারছেন, এমন ঘটনা অতি সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পাশাপাশি মানুষের পকেটে আর্থিক টান সে দেশে জন্ম দিতে শুরু করে এক অস্বাস্থ্যকর অপরাধ প্রবণতার। আপাত শান্ত দেশ ভেনিজুয়েলায় শুধু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যেই এক সময়ে লুঠ-পাট শুরু হয় তা নয়—খুন, জখম, রাহাজানিতেও সে প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে পরিগণিত হতে শুরু করে। মানুষের মধ্যে শুরু হয় তীব্র অসন্তোষ। সাম্রাজ্যবাদ এবারে কাজে লাগাতে শুরু করে সে দেশের দক্ষিণ পন্থী সংবাদপত্রগুলিকে। হঠাৎ চাউর হয়ে যায় যে ভেনিজুয়েলান টয়লেট পেপার, আলবা মার্কা চাল, সয়াবিন ইত্যাদি দেদার পাওয়া যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশ এল সালভাদরে, অথচ খোদ ভেনিজুয়েলাতেই তখন সেগুলোর তীব্র আকাল। প্রচার হতে থাকে যে সরকারী মদতেই সীমান্তবর্তী দেশ কলম্বিয়ায় মাদক পাচার হতে থাকছে। এই খবরগুলি অসন্তোষে ঘৃতাহুতির কাজ করে। এখানেই দরকার ছিল মাদুরো সরকারের ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার। মানুষের মধ্যে গিয়ে, মানুষের সাথে মিশে প্রকৃত ঘটনাকে তাদের সামনে তুলে ধরা, ধৈর্য সহকারে মানুষের কথা শোনার পরিবর্তে তারা এমনকি সাধারণ ভাবে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদগুলিতেও দমন-পীড়নের নীতি গ্রহণ করে। প্রতিবাদীদের নির্মমভাবে পেটানো, তাদের ওপর গুলি চালানো, তাদের জেলে পাঠানো হয়ে দাঁড়িয়েছিল নৈমিত্তিক ঘটনা!

একটা সময় এসেছিল সে দেশে, যখন সরকার বিরোধী কোনও কথা হলেই প্রশাসন ঝাঁপিয়ে পড়তো সেগুলি দমন করার জন্যে। কাউকেই রেয়াত করা হত না এ ব্যাপারে। লিওপোল্ডো লোপেজ, এন্টনি লেদেজমা ইত্যাদির মতো সে দেশের জনপ্রিয় ও সৎ মেয়রদেরও জায়গা হয় জেলের ভিতরে প্রতিবাদের মাশুল হিসেবে। বন্ধ করে দেয়া হয় পি এস ইউ ভি-র এক সময়ের জোট সঙ্গী 'সোস্যালিস্ট টাইড পার্টি'র সদর দপ্তরকে। ভেনিজুয়েলা-কলম্বিয়া সীমান্তে অসন্তোষ বাড়তে থাকায় বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ সীমান্ত সিল করে দেওয়াই শুধু নয়, সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও অমানবিক ভাবে বহিষ্কার করা হয় সে দেশে বংশানুক্রমিক ভাবে বসবাসকারী কয়েক শো কলম্বিয়ানকে। এইসব ঘটনাই মানুষের অসন্তোষ দমানোর পরিবর্তে তাকে আরও তীব্র আকার দিয়েছিল, আর তার পরবর্তী ঘটনা সবার জানা। মানুষ মুক্তির নেশায় আঁকড়ে ধরে একেবারে উল্টো দৃষ্টিভঙ্গীর, দক্ষিণ পন্থী জোটকে। আগামী বছর সে দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হওয়ার কথা। এখনো পর্যন্ত যদি মাদুরো তাঁর কর্ম পদ্ধতি না পাল্টান, তাহলে সে নির্বাচনেও তাঁর পরাজয় নিশ্চিত বলেই মনে করছে অভিজ্ঞ মহল। দেখা যাক, এ যাত্রায় তিনি সফল হন কিনা!

ভেনিজুয়েলার ঘটনা গোটা বিশ্বের পাশাপাশি এ দেশের বামপন্থীদের কাছেও এক বড়ো শিক্ষা হয়ে রইলো। ভেনিজুয়েলার এই নির্বাচন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল যে, যে কোনও বামপন্থী দলের নেতা-কর্মীদের সাথে যদি জনগণের সম্পর্ক জলের সাথে মাছের সম্পর্কের মতো না হয়, তাহলে সে দল যতোই মজবুত হোক না কেন, তার একদা ভিত্তি যতই মজবুত হোক না কেন, সে ভিত্তি টলে যেতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স পুঁজি বা তার বকলমে সাম্রাজ্যবাদ এতটাই শক্তিশালী আর হিংস্র যে, বামপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করতে যে কোনও পথ, যে কোনও কৌশল নিতে তারা দ্বিধা করে না। একমাত্র প্রবল জন-ভিত্তি আর সঠিক রণকৌশলই পারে তাদের রক্ষা করতে, তাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজস্ব লক্ষ্য পূরণে সফল করতে। □

পাঁচ দফা দাবিতে জেলায় জেলায় বিপুল কর্মচারী সমাবেশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দাবিতে সারা রাজ্যের সাথে জলপাইগুড়ি জেলাতেও জেলা জমায়েতের কর্মসূচী সাফল্যের সাথে প্রতিপালিত হয়েছে। প্রথমে ব্যানার, দাবিসম্মিলিত বডি পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, লাল পতাকা নিয়ে শ্লোগানে মুখরিত ৬ শতাধিক কর্মচারীর সুসজ্জিত মিছিল জেলা শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে মহিলা কর্মচারীর উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। মিছিল শেষে কর্মচারী ভবনের রাম লক্ষণ রায় সভাকক্ষে মূল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কমল ভট্টাচার্য, অনিতা বর্মন ও লক্ষণ মজুমদারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। প্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলার যুগ্ম সম্পাদক কৌস্তভ কান্তি রায়, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলার অন্যতম সহসম্পাদক বানীব্রত সাহা। □

কোচবিহার জেলা ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে রাজ্যে প্রতিটি জেলায় এই কর্মসূচীর সাথে সাথে ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৫ কোচবিহার জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হল, কর্মচারীদের বিক্ষোভ সমাবেশ। সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন ৬০০-র অধিক কর্মচারী। এর মধ্যে শতাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে ৬০০-র অধিক কর্মচারী শহরে মিছিল পরিক্রমা করে। সবামেশে সভাপতিত্ব করেন— সমর ভট্টাচার্য, লক্ষ্মী দত্ত, নীরেন দে। প্রস্তাব উত্থাপন করেন জগৎজ্যোতি বর্মা, যুগ্ম-সম্পাদক প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন আশিষ গোস্বামী, জেলা সম্পাদক, পুলক কান্তি বিশ্বাস, যুগ্ম-আহ্বায়ক ১২ই জুলাই কমিটি। প্রতিটি মহকুমা থেকেই কর্মচারীরা ছুটি নিয়ে এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন। □

হাওড়া জেলা ঃ ষষ্ঠ পে কমিশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদানসহ ৫ দফা দাবিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৫ হাওড়া জেলা সদরে হাওড়া ফ্লাইওভারের নিচে ব্যাপক কর্মচারী সমাবেশের মধ্যে দিয়ে জমায়েত ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সংগঠনের সভানেত্রী দিপালী পোড়েল। সভার শুরুতে ৫ দফা দাবিসম্বলিত মূল প্রস্তাব উত্থাপন করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জেলার যুগ্ম সম্পাদক অমল বিশ্বাস। এরপর প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক অসিত দাস। তারপরে সমাবেশের প্রধান বক্তা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক গোপাল পাঠক। তিনি তাঁর বক্তব্যে সামগ্রিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যাসহ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তুলে ধরেন এবং আমাদের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পে কমিশন, বকেয়া মহার্ঘভাতাসহ অর্থনৈতিক অধিকারের দাবিসহ কর্মচারীদের উপর বে-আইনী বদলীসহ গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান এবং আগামী ২৮ জানুয়ারি, ২০১৬ কলকাতায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় জমায়েত ও সমাবেশকে সফল করার লক্ষ্যে প্রচার প্রস্তুতির আহ্বান জানান। উক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবার পর সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। □

দার্জিলিং ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে দার্জিলিং জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে নিম্নোক্ত পাঁচ দফা দাবিতে পাঁচ শতাধিক রাজ্য সরকারী কর্মচারীর উপস্থিতিতে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ স্থানীয় বাঘাযতীন পার্কে এক বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচী অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়। বেলা ৩টে নাগাদ সভার শুরুতে পাঁচ দফা দাবিপ্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সমরেশ ভট্টাচার্য। প্রস্তাবের সমর্থনে দাবিগুলির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক উত্তম চতুর্বেদী। তিনি তার বক্তব্যে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ টেনে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা বলেন এবং অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও দ্রুত কার্যকরী করাসহ বকেয়া ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবি তোলেন। তার বক্তব্যে চুক্তিপ্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত করা সহ হয়রানিমূলক বদলী বন্ধ করা এবং ধর্মঘট সহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুনিশ্চিত করার প্রসঙ্গ উঠে আসে। সমাবেশে এছাড়াও দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়িকা নন্দা সেন। সভায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন দিলীপ চ্যাটার্জী।

স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের মধ্যে দিয়ে দাবিপ্রস্তাব গৃহীত হবার পর জেলা সভানেত্রী মলিনা হালদার, জেলার সহ-সভাপতিদ্বয় যথাক্রমে কার্তিক মল্লিক ও উডেন লাম তকপাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

মালদা ঃ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ মালদা এল. আই. সি. অফিসের সামনে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি মালদা জেলা শাখার উদ্যোগে ৫ দফা দাবিতে কর্মচারীদের জমায়েত ও বিক্ষোভ কর্মসূচী। এদিন এই কর্মসূচীতে কর্মচারীদের জমায়েতের সামনে বকেয়া ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কর্মচারী স্বার্থে দ্রুত প্রকাশ করা, চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত করা, নীতিহীন হয়রানিমূলক বদলী বন্ধ করা ও ধর্মঘটের অধিকার, ট্রেড-ইউনিয়নের অধিকারকে সুনিশ্চিত করা এবং রাজ্যে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনাসহ ৫ দফা দাবি প্রস্তাব পেশ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, মালদা জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ বাখিড়া। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক সুবীর রায়, ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রতন ভাস্কর এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রবীর মুখার্জী।

এদিনের জমায়েতে অর্ধদিবস ছুটি নিয়ে চাঁচোল মহকুমা, বিভিন্ন ব্লক এবং সদরের অঞ্চলের অফিসগুলি থেকে ব্যাপক অংশের কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশ পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি মালদা জেলা শাখার সভাপতি সুজিত চ্যাটার্জী। □

উত্তর ২৪ পরগনা ঃ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ পাঁচ দফা দাবিতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ছুটির পর বারসাতের কর্মচারী ভবনের সামনের রাস্তার উপর। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি সুভাষ চক্রবর্তী। পাঁচ দফা দাবি সম্বলিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিপ্লব রায়। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক পার্থ গোস্বামী এবং জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক খগেন নাগ। সবশেষে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং সংগ্রামী হাতিয়ার এর সহযোগী সম্পাদক মানস কুমার বড়ুয়া। প্রত্যেকের বক্তব্যে বর্তমান কর্মচারীদের জ্বলন্ত সমস্যাবলীর। প্রসঙ্গ উঠে আসে। শীতের দিন ছুটির পর অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতন। মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রায় সাড়ে পাঁচশো কর্মচারী এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন।

বীরভূম ঃ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত সহস্রাধিক কর্মচারীদের সুসজ্জিত মিছিল সিউড়ি শহর পরিক্রমার পর জেলা প্রশাসনিকভবন সংলগ্নস্থানে বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি কমল দত্ত। ৫৪ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, চুক্তিপ্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়মিত করণ, হয়রানিমূলক বদলী বন্ধ, নৈরাজ্য-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে পাঁচ দফা দাবি সম্বলিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলার যুগ্মসম্পাদক পরিমল কর্মকার। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবব্রত রায় তাঁর বক্তব্যে ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে যারা সরকারে আসীন হয়েছে তাদের দ্বারা কর্মচারীসহ সকল স্তরের মানুষের জীবন জীবিকা নিদারুণভাবে আক্রান্ত। গণতন্ত্র আক্রান্ত। নারীদের নিরাপত্তা বিপর্যস্ত। শিক্ষায় নৈরাজ্য, সমাজের সর্বক্ষেত্রে নৈরাজ্য চলছে। এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। প্রতিরোধ আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে। এই আক্রমণকে মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। ৫ দফা দাবি সম্বলিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে সভা থেকে গৃহীত হয়। □

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও দক্ষিণাঞ্চল ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশনকমিটির ষষ্ঠ রাজ্য কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও কলকাতার প্রতিটি অঞ্চলে ২৯ ডিসেম্বর বিক্ষোভ সমাবেশের অংশ হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ও কলকাতা দক্ষিণ অঞ্চলের উদ্যোগে যৌথভাবে আলিপুর পোস্ট অফিসের সামনে দুপুর ২-৩০টায় দুই সহস্রাধিক কর্মচারীর বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এই সমাবেশ পরিচালনা করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সভাপতি বাসুদেব সাহা এবং কলকাতা দক্ষিণ অঞ্চলের সভাপতি সন্দীপ বিশ্বাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভার শুরুতেই সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সন্দীপ বিশ্বাস শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এবং সভায় উপস্থিত কর্মচারীরা প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক জ্ঞাপন করেন।

প্রথমেই কলকাতা দক্ষিণ অঞ্চলের সম্পাদক সুব্রত কুমার গুহ উপস্থিত কর্মচারীদের অভিনন্দন জানিয়ে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করে প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদক তাপস বসু। তিনি জেলার প্রতিটি মহকুমা থেকে আগত কর্মচারীদের অভিনন্দন জানিয়ে আগামী কর্মসূচীগুলিতে আরও বেশী সক্রিয়তা প্রদর্শনের আহ্বান জানান।

এই বিক্ষোভ সমাবেশ প্রধান বক্তা হিসাবে প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। তিনি সংগঠনের চাপে ঘোষিত হওয়া ষষ্ঠ বেতন কমিশনকে সক্রিয় হয়ে সমিতিগুলির মতামত গ্রহণ করে দ্রুত সুপারিশ প্রদানের দাবি জানান। একই সঙ্গে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদানের আদেশনামা প্রকাশ সহ পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশ ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত করার দাবি জানান। নীতিহীন হয়রানিমূলক বদলী অবিলম্বে বন্ধ করা এবং ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুনিশ্চিতকরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানান। একই দাবিতে আগামী ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার রানী রাসমণি এভিনিউতে। এই সমাবেশ সরকারকে হুঁশিয়ারি দেবে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার। তিনি আরও বলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সংবেদনশীল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক হিসাবে উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে সর্বাংশের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ১০ টাকার একাধিক কুপন সংগ্রহ করা হবে জানুয়ারী মাসব্যাপী। এই মানবিক কর্মসূচীকে সফল করার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন দীর্ঘ সাড়ে চার বছরের অভিজ্ঞতায় রাজ্যের কর্মচারী সমাজ এই অভিজ্ঞতায় উপনীত হয়েছে যে বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ রাজ্যের মেহনতী মানুষের স্বার্থে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। কাজেই অর্জিত অধিকার সমূহ রক্ষার স্বার্থে এবং কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের স্বার্থে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রয়োজন। নিশ্চিতভাবেই কর্মচারীরা এই লক্ষ্যে সার্বিক প্রচার প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সভাপতিমন্ডলীর পক্ষে বাসুদেব সাহা সভার সমাপ্তি ঘোষণার পূর্বে প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন গ্রহণ করেন এবং উপস্থিত কর্মচারীদের বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে প্রস্তাব সমর্থিত হয় এবং ২৮ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সমাবেশকে সাফল্যের শীর্ষে উন্নীত করার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়। □

রক্তদান

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা শাখার উদ্যোগে ৩ ডিসেম্বর জেলা কালেকটরেট প্রাঙ্গণে এক স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী পালিত হয়। ৩৪ জন কর্মচারী রক্তদান করেন।

রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক জয়ন্ত চন্দ। বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মণ্ডল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক মাননীয় তাপস চৌধুরী মহাশয় রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা শাখার সভাপতি কৃষ্ণা ঘোষ ও সঞ্চালনা করেন পলাশ দেব। □

'আক্রান্ত আমরা'-র অবস্থান কর্মসূচী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্বার্থসংঘাতে রেহাই পাননি, নিজ দলের নেতাও। শাসকদলের হাওড়ার এক নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তাঁরই দলের জল্লাদ বাহিনী। তাঁর শোকার্ত সহধর্মিনীর বিলাপ—'যখন বামফ্রন্ট সরকার ছিল, তখন আমার স্বামী বিরোধী রাজনীতি করা সত্ত্বেও, কেউ তাঁর গালে একটা চড়ও মারেনি আর আজ যখন ওঁর নিজের দলের সরকার তখনই খুন করে রাস্তায় ফেলে রাখা হল।

শুধুমাত্র হুমকি, সন্ত্রাস, খুন বা আইনের ফাঁস গলায় পরানো নয়, পাশবিক লালসার শিকার হয়েছেন বালিকা থেকে বৃদ্ধা সকলেই, পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, সাত্তোর একের পর এক ধর্ষণের ভুলণ্ঠিত হয়েছে নারীর সম্ভ্রম। যা পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির গায়ে কলঙ্ক মেখে দিয়েছে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ষকদের কোন শাস্তি হওয়াতো দূরের কথা গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হয়না। এগুলি নাকি সব ছোট ছোট ছেলেদের দুষ্টুমি'(!?) যাঁরা বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত হয়েও প্রাণে বেঁচে রয়েছেন। তাঁরা এবং যাঁদের পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য জীবন বলি দিয়েছেন, তাঁরা —)এঁরা সকলে প্রতিকার দাবি করে সমস্ত তৈরি করেছেন—'আক্রান্ত আমরা'। না, কোন দল বা গোষ্ঠীর সহায়তায় নয়। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। এই মঞ্চের পক্ষ থেকেই গত ১০-১১ ডিসেম্বর কলকাতার ধর্মতলার গান্ধীমূর্তির সামনে ৩০ ঘণ্টা ব্যাপী গণঅবস্থানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই গণঅবস্থানে নির্যাতিত এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যেরা শুনিয়েছেন হাড় হিম করা অভিজ্ঞতার কথা। কোন অনুষ্ঠানিক বক্তৃতা নয়। জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কেউ ভয়ে সিউরে উঠেছেন। কারও বা কথা মাঝপথেই রুদ্ধ হয়ে গেছে কান্নায়। কিন্তু কোনভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে সকলেই দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন 'এই অমানিশার অবসান তাই।'

এই মঞ্চে প্রথমদিনে (১০ ডিসেম্বর ২০১৫) সন্ধ্যা বেলায় হাজির হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা ড: সূর্যকান্ত মিশ্র। তিনি বলেছেন, গণতন্ত্র যখন স্বৈরাচারীর হাতে আক্রান্ত হয়, তখন নাগরিক সমাজকে এগিয়ে আসতে হয় তাকে রক্ষা করার জন্য। রাজ্যে পটপরিবর্তন হয়ে 'আক্রান্ত আমরা'-মঞ্চের প্রয়োজন আর থাকবে না। কিন্তু নাগরিক সমাজকে স্থায়ী দাবিসনদ প্রস্তুত করে সরকারকে দিতে হয়। যেখানে বলা হয়েছে সরকারের কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়।

এই মঞ্চের পক্ষ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকেও সক্রিয় অংশগ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছিল। কারণ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিও সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্রাংশের শিকার। শুধুমাত্র আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন' দেওয়ার অপরাধে চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে হয়েছে, কারাবরণ করতে হয়েছে সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগনার নেতৃবৃন্দকে। তাই 'আক্রান্ত আমরা' মঞ্চের আহ্বানে সাড়া দিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহস্রাধিক কর্মচারীর একটি দৃপ্ত মিছিল নিয়ে অবস্থান স্থানে পৌঁছয় ১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলায়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ সেখানে বক্তব্য রাখেন। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই-এ সমস্ত শক্তি নিয়ে শামিল থাকার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগনার আক্রান্ত নেতৃবৃন্দ তন্ময় বিশ্বাস, মলয় চক্রবর্তী, জিতেন রায় এই অবস্থান কর্মসূচীতে অংশ নেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে 'আক্রান্ত আমরা'মঞ্চের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়।''

সুমিত ভট্টাচার্য

শোক সংবাদ

প্রবীণ সিপিআই (এম) নেতা কমঃ নুরুল হুদা গত ১৭ ডিসেম্বর কলকাতার এক বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ফুসফুসের সংক্রমণ ও বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। রেখে গেছেন তার স্ত্রীকে। ১৯৩০ সালের ১৩ মার্চ আসামের শিলচরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হন। ১৯৬৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আইন পাশ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন এবং দু'বছর আট মাস জেল জীবন কাটিয়েছেন।

কমঃ হুদা কিষাণ সভার এক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি শিলচর কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালে সিপিআই (এম) আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। □

রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও অঞ্চলে প্রতিপালিত ১ ও ২ ডিসেম্বরের ব্যাজ পরিধান ও বিক্ষোভ কর্মসূচী

রাজ্য কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পত্র প্রেরণের (রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন সম্পর্কে) পরবর্তীতে ২৪ নভেম্বর সমস্ত অফিস দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। পরবর্তীতে ১ ও ২ ডিসেম্বর রাজ্যের ১৯টি জেলা ও কলকাতার ৭টি অঞ্চলে পাঁচ দফা দাবিতে রাজ্য পরিধান ও দপ্তরে দপ্তরে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচীতে কর্মচারীদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ব্যাপক কর্মচারী জমায়েতের মূল সুর ছিল একটাই ''দাবি অর্জনের লক্ষ্যে আগামী ২৯ ডিসেম্বরের জেলা / অঞ্চল জমায়েতকে ঐতিহাসিক জমায়েতের রূপ দিতে হবে।''

দাবি ব্যাজ পরিহিত পুরুলিয়া জেলার কর্মচারীরা

পুরুলিয়া ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পুরুলিয়া জেলা শাখার আহ্বানে ৫ দফা দাবিতে ১-২ ডিসেম্বর ২০১৫ দাবি ব্যাজ পরিধান ও দপ্তরে দপ্তরে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচী জেলা সদরের ৫টি অঞ্চলসহ ব্লক / মহকুমাতে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাসকের দপ্তরে (পুরুলিয়া কালেক্টরেট) ব্যাপক কর্মচারীর উপস্থিতিতে বিক্ষোভ কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক লালমোহন গ্রহাচার্য্য। সভাপতিত্ব করেন অমূল্যরতন দাস।

বাঁকুড়া ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বাঁকুড়া জেলা শাখার আহ্বানে ১ ও ২ ডিসেম্বর ব্যাজ পরিধান ও বিক্ষোভ কর্মসূচীতে গোটা জেলার দুই হাজারের ওপর কর্মচারী ব্যাজ পরিধান করেন ১ ডিসেম্বর আটটি স্থানে ২৬৩ জন ও ২ ডিসেম্বর নয়টি স্থানে ৩৩১ জনের উপস্থিতিতে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। বিরোধী সংগঠনের সদস্যসহ নবীন প্রজন্মের কর্মচারীদের অংশগ্রহণ কর্মসূচীর ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক।

মালদা ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মালদা জেলা শাখার আহ্বানে গত ১-২ ডিসেম্বর ৫ দফা দাবির সপক্ষে ব্যাজ পরিধান করে টিফিন বিরতির সময়ে জেলার বিভিন্ন দপ্তরে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচী সাফল্যের সাথে প্রতিপালিত হয়। জেলার ৪৭০ জন কর্মচারী এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার আহ্বানে গত ১-২ ডিসেম্বর ৫ দফা দাবির সপক্ষে জেলার বিভিন্ন দপ্তর ও ব্লকগুলিতে টিফিন বিরতির সময় বিক্ষোভ ও অবস্থানের কর্মসূচী সাফল্যের সাথে প্রতিপালিত হয়। জেলায় বিশাল অংশের কর্মচারী এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ ১-২ ডিসেম্বর, ২০১৫, বকেয়া ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশনকে ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা যুক্ত করে বেতন কাঠামো গঠন, চুক্তিভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন কমিশনের আওতায় নিয়ে আসা, হয়রানিমূলক বদলী বন্ধ করা ইত্যাদি ৫ দফা দাবি সম্বলিত ব্যাজ পরিধান করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজ্য সরকারী ও পঞ্চায়েতের সমস্ত দপ্তরের কর্মচারীরা প্রশাসনের কাজ করেন। জেলার বিভিন্ন দপ্তর ও ব্লকগুলিতে টিফিন পিরিয়ডে বিক্ষোভ ও অবস্থানের কর্মসূচী সাফল্যের সাথে প্রতিপালিত হয়েছে। জেলা সদরে কালেক্টরেট, বি ডি ও অফিস, কৃষি দপ্তর, ইরিগেশন অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস, দমকল কেন্দ্র, জলসম্পদ দপ্তর এবং গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ ও কুশমুণ্ডি ব্লকে এই কর্মসূচীতে কর্মচারীমহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে। □

ব্যয় সঙ্কোচের বিরুদ্ধে ৩ ডিসেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘটে গ্রীসের শ্রমিক কর্মচারীরা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্টান্টস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মসূচি

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

সরকারই তার আদেশনামার মধ্য দিয়ে পিছু হঠছে। যৌথ মঞ্চসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর সাফল্যে সরকারের পক্ষ থেকে সংগঠন ভাঙ্গার ঘৃণ্য চেষ্টা চলছে। সংগঠনের চাপে পে কমিশনের ঘোষণা করতে বাধ্য হলেও তা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর। রাজ্য জুড়ে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের ওপর একদিকে যখন প্রতিদিন আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে তখন BPMO-র নেতৃত্বে রক্তাক্ত হয়েও জাঠা সংগঠিত হচ্ছে, বিভিন্ন গণসংগঠন পথে নামছে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে আপনারাও পথে নামছেন। আগামী ২৯ ডিসেম্বর জেলা জমায়েত কর্মসূচীকে সফল করতে আমাদের সর্বাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আজকের ১৪ দফা দাবিকে অর্জনের লক্ষ্যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করবে। আগামীর বৃহত্তর সংগ্রামে আমরা সকলেই সামিল থাকব।

সমাবেশে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পূর্বাঞ্চলের সম্পাদক সত্য রায় বক্তব্য রাখেন। সমাবেশের পূর্বে এক শতাধিক কর্মচারীর মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে। সর্বমোট ১৯২ জন কর্মচারী সদস্যবন্ধু (ভ্রাতৃপ্রতিমসহ) এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন। □

দেবাশীষ রায়

আসন্ন সংগ্রামে জয়ী হবার অঙ্গীকার নিয়ে সমাপ্ত হল নন্-মেডিক্যাল টেকনিক্যাল কর্মচারীদের রাজ্য সম্মেলন

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল নন্-মেডিক্যাল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন-এর ২৪তম রাজ্য সম্মেলন সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। গত ২৫-২৬ ডিসেম্বর'১৫ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাতের (কমরেড সুধাংশু চক্রবর্তী নগর) বিদ্যাসাগর মঞ্চে (কমরেড মানস রঞ্জন দাস মঞ্চ) এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ ডিসেম্বর এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে স্থায়ী চাকরির পরিবর্তে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ চলছে। এদের কোন সামাজিক নিরাপত্তা নেই। উদার আর্থিক ব্যবস্থায় শ্রমিক-কর্মচারীদের শোষণ তীব্র করার জন্য শ্রম আইন সংশোধন করেছে মোদী সরকার।

তিনি বলেন, রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীর ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা নেই এই সরকারের। রাজ্যে নতুন শিল্প আসছে না। কর্মচারীদের সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ভয়মুক্ত হয়ে আত্মত্যাগী মনোভাব নিয়ে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্যে থাকতে হবে। ২৯ ডিসেম্বর জেলায় জেলায় জমায়েত হবে। ২৮ জানুয়ারি'১৬ কেন্দ্রীয় জমায়েত হবে রানী রাসমণি রোডে। কর্মচারী সমাজের অধিকার রক্ষা করতে ব্যাপক জমায়েতের মধ্য দিয়েই বর্তমান সরকারের অপসারণের বিরুদ্ধে সম্মেলনের রূপরেখা তৈরি হবে। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জ্যোতির্ময় মুখার্জী, জেলা কো-আর্ডিনেশনে কমিটির সম্পাদক পার্থ গোস্বামী, জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক খগেন নাগ এবং অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক ছোটন চক্রবর্তী।

২৫ ডিসেম্বর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক বাপ্পা দাস। আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দত্ত। খসড়া প্রস্তাবাবলী উত্থাপন করেন শুভদীপ ঘোষ, শক্তিপদ জানা ও জবা তরফদার। সমর্থন করেন পল্লব দাস ও মানস কুমার বড়ুয়া। গঠনতন্ত্র সংশোধনী পেশ করেন রাজেন্দ্র সিং। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয় ব্যয়ের হিসাবের উপর ১৯টি জেলা ও কলকাতার তিনটি অঞ্চল থেকে মোট ৪২ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সম্মেলনে উপস্থিত একজন চুক্তি প্রথার কর্মচারীও বক্তব্য রাখেন। সমগ্র আলোচনা গুটিয়ে জবাবী বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শান্তনু ভট্টাচার্য।

সম্মেলন থেকে আগামী দুই বৎসরের জন্য ৭৪ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। সম্মেলন থেকে নির্বাচিত পদাধিকারীরা হলেন—সভাপতি অলোক দাশগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক শান্তনু ভট্টাচার্য, যুগ্ম সম্পাদক বাপ্পা দাস, কোষাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দত্ত, দপ্তর সম্পাদক রাজেন্দ্র সিং এবং মুখপত্র ব্রতীর সম্পাদক মলয় চক্রবর্তী। সমগ্র সম্মেলন পরিচালনা করেন প্রলয় পাল, অলোক দাশগুপ্ত ও কুণাল রায়কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সম্মেলনে ৪ জন মহিলা সহ মোট ১৮৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে নির্মিত প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রণব চট্টোপাধ্যায়। এই বিক্রয় কেন্দ্রে প্রায় ২৮ হাজার টাকার পুস্তক বিক্রি হয়। □

চা-বাগান শ্রমিকদের মৃত্যু মিছিল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চন্দা সরেনের (৪৮)। রেড ব্যাঙ্ক চা বাগানের সেন্ট্রাল ডিভিসনের টেকা টুলি লাইনে বিনি ওঁরাও এবং লক্ষণ নাগাসিয়া নামের দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হল বাগরাকোট চা-বাগানের বাই লাইনের শ্রমিক কাজি কারকির। গারকাণ্ডা চা বাগানের চৌপথি লাইনের শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রাণ হারান বিনা চিকিৎসায়। বীরপাড়া চা বাগানে মৃত্যু হয় মঙ্গলদ্বীপ মুণ্ডা, নরেন্দ্র মুণ্ডা, নামকু ওঁরাও এবং ফুলমায়া তামাঙ্গের। উত্তরবঙ্গের সমস্ত বন্ধ চা বাগান বস্তিতে এখন শুধুই মৃত্যুর আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে দরিদ্রতম চা শ্রমিক পরিবারগুলোকে।

মুখ্যমন্ত্রী যখন সপার্ষদ ডুয়ার্সের নানা প্রান্তে ঘুরে রাজ্যবাসীকে নানান প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভাসানোর চেষ্টা করছেন তখন রাজ্যের বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা বর্তমান সরকারের ফেলে আসা সাড়ে চার বছরের প্রশাসনিক উদাসীনতায় একের পর এক মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছেন। শ্রমিকরা যখন জীবন মৃত্যুর যুদ্ধে নাজেহাল তখন কয়েক কিলোমিটার দূরে ডুয়ার্স উৎসবে মশগুল সরকারী মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি, আমলা থেকে শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা। শাসকদলের জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি আবার গর্ব করে ঘোষণা করছেন ডানকানের বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের বিনামূল্যে এই ডুয়ার্স উৎসবের টিকিট বিলি করা হবে। অনাহারক্লিষ্ট ও রোগগ্রস্থ চা শ্রমিকরা বলছেন—আমাদের হাতে কাজ নেই, বাগান খোলার উদ্যোগ নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, খাবার জোগানোর ভাবনা নেই, আর উৎসবের কুপন বিলি করে আমাদের নিয়ে তামাসা করতে চাইছে শাসকদলের নেতৃত্ব।

রাজ্য বিধানসভায় সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ চা প্ল্যান্ট কর্মচারী কল্যান তহবিল আইন ২০১৫ ও পশ্চিমবঙ্গ চা প্ল্যান্টেশন কর্মচারী কল্যাণ বিধি ২০১৫ পাশ হয়। বিগত বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য ১৫০০ টাকা মাসিক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হত। বর্তমান আইনের ফলে শ্রমিকরা সুবিধা পাবে না, সুবিধা পাবে মালিক পক্ষ। চা-বাগানের পুনরুজ্জীবনের জন্য অল্প সুদে ঋণ নিতে পারবে বেসরকারী বাগানের মালিকরা এই তহবিল থেকে।

ডানকানস গোষ্ঠীর চা বাগানগুলির বেহাল দশা এবং অসংখ্য মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুরের ডিভিশন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। চা বাগানগুলিতে রুটি রুজির সমস্যা তৈরি হয়েছে। খাদ্যের অভাবে শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে চলে যাচ্ছেন। অনাহার, অপুষ্টি ও রোগাক্রান্ত হয়ে একের পর এক চা শ্রমিকের মৃত্যু ঘটছে। এই দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এড়াতে পারে না। রাজ্য সরকারকে মৃত শ্রমিকের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, রেশনের মাধ্যমে বাগানের প্রতিটি চা শ্রমিকের পরিবারের জন্য চাল, আলু, গমসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ সুনিশ্চিত করা, বন্ধ চা বাগান অবিলম্বে খোলা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি বলেছেন—'চা বাগানের সমস্যার কথা আমি জানি, বিভিন্ন সমস্যা আছে। এর আগে শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের কাছে আমি শুনেছি। দ্রুত সমস্যা মেটানো প্রয়োজন। অবসর প্রাপ্ত বিচারপতিদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের চা শিল্প থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা আয় করে। অথচ সঙ্কটগ্রস্ত চা শ্রমিকদের জন্য উভয় সরকারই উদাসীন। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেও পুরোটাই নিষ্ফলা। ১৯৫৩ সালের চা বাগান আইনের নানা ধারায় ব্যবসায়িক চালে বাগান বন্ধ বা পরিত্যক্ত করার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। বাগান মালিকদের বেআইনী কার্যকলাপ মোকাবিলা করা যায়। নিয়মিত মজুরি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বোনাসের মতো বিধিবদ্ধ দায়িত্ব ফাঁকি দিতেই বাগান বন্ধ অথবা পরিত্যক্ত করা হয়। যে সব বাগান তিন মাসের বেশি বন্ধ, চা শিল্পের আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে সঙ্গে নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। প্রয়োজনে বাগান পরিচালনার দায়িত্ব বদলে দিতে পারে অথবা সরকার নিজে দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু কোনও পদক্ষেপই কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার গ্রহণ করছে না। রাজ্য সরকার কেবলমাত্র চা বলয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকেল বিলি করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন বন্ধ বাগানগুলির মালিকরা বাগান না খুললে রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করবে। এটা কেবলই অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মতোই একটা ফাঁকা প্রতিশ্রুতি মাত্র। কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি একটি সংবেদনশীল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা সরকারী অবহেলার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এই সংগঠনের সংগ্রামী ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের অনুসারী থেকেই অনাহারক্লিষ্ট, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত দুস্থ চা বাগানের শ্রমিক কর্মচারীদের এহেন চরম বিপর্যয়ে পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে আগামী জানুয়ারি মাসে সমস্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীর কাছে ১০ টাকার একাধিক কুপন সংগ্রহের আবেদন জানানো হয়েছে। নিশ্চিতভাবেই সর্বাংশের কর্মচারীদের এই তহবিলে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দুস্থ চা শ্রমিকদের মৃত্যু মিছিলের গতি খানিকটা শ্লথ করা সম্ভব হবে বলে সংগঠন বিশ্বাস করে। জানুয়ারি মাসের মধ্যেই অর্থ সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করে সমুদয় অর্থ চা-বাগানের অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিক পরিবারগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে তার আগেই সংগঠনের কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে প্রাথমিকভাবে ২ লক্ষ টাকা সাহায্য প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রয়োজনে শীত-বস্ত্র ও নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীও পৌঁছে দেওয়া হবে। □

সুব্রত কুমার গুহ

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
44th Year, 8th Issue, December 2015

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্টান্টস অ্যাসোসিয়েশনের মিছিল ও সমাবেশের কর্মসূচি

পরিস্থিতি পক্ষে না থাকলে কোনো দাবিই অর্জিত হবে না। বরং বহু লড়াই সংগ্রামের ফসল কেন্দ্রীয় হারে ডি.এ থেকে ধর্মঘটের অধিকার সহ সার্বিকভাবে গোটা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারই আজ আক্রান্ত। আক্রান্ত কৃষক, বেছে নিচ্ছেন আত্মহত্যার পথ। আক্রান্ত চা বাগানের শ্রমিক, অনাহারে মৃত্যু মিছিল চলছে। আক্রান্ত পরিবহন শ্রমিক, আক্রান্ত কর্মচারী, আক্রান্ত গণতন্ত্র। তাই সর্বশেষ রাজ্য কাউন্সিল সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে 'To Achieve Something, Change the Situation'। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সমিতিগুলিকে আহ্বান করেছে নিজস্ব জ্বলন্ত দাবি দাওয়াকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে পথে নামার। 'আপনারা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিয়ালদহের বুকে মিছিল করেছেন, বাস্তবিক কারণেই হল সভা করেছেন—এর জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।' ওয়েষ্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে মিছিল ও সমাবেশের কর্মসূচিতে এই আহ্বান জানান রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিনহা।

১৮ ডিসেম্বর কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত এই কেন্দ্রীয় কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি স্বপন চতুর্বেদী ও সহ-সভাপতি পার্থপ্রতীম গোস্বামীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভার প্রারম্ভে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মানস সিংহ রায়। ১৪ দফা দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে সমিতির যুগ্ম সম্পাদক স্মরজিৎ কিস্কু বলেন ব্লকস্তর, জেলা স্তরের কর্মসূচী সম্পন্ন করে কেন্দ্রীয় সমাবেশের কর্মসূচী প্রতিপালিত হচ্ছে। ● বকেয়া ৫৪% মহার্ঘভাতা প্রদানসহ ষষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত কার্যকরী করা ● পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় অংশের সুপারিশ সমূহ সংগঠনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কার্যকর করা ● L.D.A. দের সমস্ত শূন্যপদ পূরণ ● মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পৃথক Hostel এর ব্যবস্থা ● পূর্ণাঙ্গ গ্রেডেশন লিস্ট দ্রুত প্রকাশ ● ধর্মঘটের অধিকারসহ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার রক্ষা ● প্রশাসনে সুষ্ঠ কাজের পরিবেশ বজায় রাখা ● সুষ্ঠ বদলী নীতি চালুসহ ১৪ দফা দাবি উত্থাপনের পরবর্তীতে সমিতির সাধারণ সম্পাদক লিটন পাণ্ডে প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন, পশ্চিমবাংলার রাজ্য প্রশাসনে প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগে কর্মরত প্রাণী বিকাশ সহায়কদের বৃহত্তম সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন বকেয়া দাবি আদায়ের লক্ষ্যে লাগাতার লড়াই আন্দোলনের কর্মসূচীতে শামিল থেকেছে। দীর্ঘদিনের দাবি প্রশাসনে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ট্রেনিংয়ের আসন সংখ্যা বেড়ে ৩০০ হয়েছে যা আমরাই করতে পেরেছি। এক বছরের Certificate Course দু'বছরের করার দাবি করা হচ্ছে। আধিকারিকের নিকট ১৮ ডিসেম্বরের সময় চাওয়া হয়েছিল, তিনি ১০ তারিখ বিকাল ৫টায় সময় দেন। আমাদের ঐদিনই ডেপুটেশন কর্মসূচী প্রতিপালন করতে হয়েছে, কারণ আমরা অধিকর্তাকেই ডেপুটেশন দেব ঠিক করেছিলাম, অধিকর্তা বহু ক্ষেত্রে সহমত হয়েছেন, কিছু ক্ষেত্রে সহযোগিতা চেয়েছেন। সুষ্ঠ বদলী নীতির দাবির ক্ষেত্রে আমরা বলেছি জেলার বাইরে নয়, ব্লকের বাইরে বদলী হোক।

সমাবেশের প্রধান বক্তা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক বিজয়শঙ্কর সিনহা বলেন বর্তমান পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করতে হলে দেশ এবং রাজ্যের উভয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। দেশের ক্ষেত্রে এক চরম দক্ষিণপন্থী সরকার ক্ষমতায় আসীন যার একমাত্র লক্ষ্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটানোর মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে বিভাজন সৃষ্টি। অপরদিকে Neo liberal Policy-কে কার্যকরী করার জন্য চলছে শ্রমিকে শ্রমিকে বিভাজন সৃষ্টির ঘৃণ্য প্রয়াস। ২ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটে বেনজির শ্রমিক ঐক্য ভাঙতে দাঙ্গা বাধানো হচ্ছে।

রাজ্যের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা আমরা দেখছি। সাড়ে চার বছরে মন্ত্রীদের বেতন ৭ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ৩০ হাজার টাকা হয়েছে, অপরদিকে কর্মচারীর মহার্ঘভাতা বকেয়া ৫৪ শতাংশ। কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে লাগাতার লড়াই আন্দোলনের কর্মসূচী প্রতিপালন করা হচ্ছে, সমিতিগুলিকেও আহ্বান জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারী প্রশাসনে চালিকাশক্তি কো-অর্ডিনেশন কমিটি এটা জানার জন্য গবেষণার প্রয়োজন হয় না, যখন আমরা দেখতে পাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভাঙ্গার আহ্বান জানান, হুমকি দেন। ধর্মঘটের সাফল্যে ভীত হয়ে সরকারের পক্ষ থেকে একের পর এক বে-আইনী আদেশনামা জারি করা হয়েছে, পরবর্তীতে তা বারে বারে সংশোধন করা হয়েছে। আমাদের নেতা-কর্মীদের এটা বুঝতে হবে আমরা এগোচ্ছি,

সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় জমায়েত

সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকর করা, বকেয়া ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, প্রতিহিংসামূলক বদলী রদ এবং চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ সহ ১৩ দফা দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির রাজ্যব্যাপী কর্মসূচী, ইউনিট স্তর থেকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে—১১ ডিসেম্বর ২০১৫ কলকাতার রানী রাসমনি রোডে বিশাল কেন্দ্রীয় জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এই জমায়েতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি সহ কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে সেটেলমেন্ট বিভাগের বৃহৎ অংশের কর্মচারীগণ উপস্থিত হন। প্রায় ২২০০ কর্মচারীর উপস্থিতি, কর্মচারীদের আর্থিক বঞ্চনা, দপ্তরের অভ্যন্তরে শাসকদলের অনুগামী কর্মচারী ও আধিকারিকদের সন্ত্রাসের পরিমণ্ডলকে উপেক্ষা করে এক সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

এই সভা পরিচালনা করেন সভাপতি জলি বাগচী সহ গৌরাঙ্গ রায় ও আশীষ বাগচীকে নিয়ে গঠিত সভাপতি মণ্ডলী। সভার শুরুতে শোক প্রস্তাব পেশ ও নীরবতা পালন করা হয়। এরপর ২৩ দফা দাবিকে সামনে রেখে প্রস্তাব পেশ করেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অনুপ বিশ্বাস। তিনি সেটেলমেন্ট দপ্তরের কর্মচারীদের উপর আক্রমণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এই ডেপুটেশন কর্মসূচী প্রতিপালনে বিভিন্ন জেলাতে আধিকারিকদের আক্রমণাত্মক ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। শাসক শ্রেণীর অনুগামীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকার বাধা দান, পোস্টার ছিঁড়ে দেওয়া, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচী করতে বাধা দেওয়া প্রভৃতি। 'সংবাদ প্রতিদিন' এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে যে মিথ্যা সংবাদ ছেপেছে তার সমালোচনাও করেন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রতিহিংসামূলক বদলীর তীব্র সমালোচনা করেন। এরপর প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব, অন্যতম সহ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিন্‌হা।

এই সভায় মূল বক্তা ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। তিনি তার ভাষণে বর্তমান সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন প্রতি মুহূর্তে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আন্দোলন সংগ্রাম ধারাবাহিকভাবে, এই তীব্র কর্মচারী বিরোধী রাজ্য সরকারকে বাধ্য করেছে, পে কমিশন গঠন ও আগামী ডি.এ ঘোষণা করতে। তিনি এই সংগঠনের কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন—এক সময় তিনি এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, এখন নতুন প্রজন্মের কর্মচারীরা এই সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছে, এটা ভীষণ ভালো দিক। এরাই এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও এইরকম একটা বৃহৎ সাংগঠনিক জমায়েত সাফল্যের সাথে করতে পেরেছে এটা ভীষণ আশার দিক। ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বাকি। কর্মচারীদের উপর চলছে প্রশাসনিক আক্রমণ, নেতা কর্মীদের প্রতিহিংসামূলক বদলী করা হচ্ছে। নেতাজী ইন্ডোর থেকে অনুগত কর্মচারীদের জমায়েতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙে ফেলতে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নানা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এত সব করেও কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভাঙা যায়নি। আর কোনো আক্রমণ করেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমিতি সমূহের কর্মচারীদের কণ্ঠরোধ করা যাবে না। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় পুষ্ট এই সংগঠন যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করেই আগামী দিনে এগিয়ে যাবে। অর্জিত অধিকার সমূহ রক্ষা করা এবং কর্মচারী স্বার্থে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে আমাদের। উত্থাপিত প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

সুগত দাস

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

গত ২৮-২৯ নভেম্বর, ২০১৫ সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা মনিপুর রাজ্যের ইম্ফলে মনিপুর ইউনিভার্সিটি শতবার্ষিকী হলে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। মনিপুর গভর্নমেন্ট সার্ভিসেস ফেডারেশন ও মনিপুর সেক্রেটারিয়েট সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা সুষ্ঠভাবে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। মনিপুর একটি ছোট রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও কর্মচারীদের সার্বিকভাবে আপ্যায়ন ও অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা রাজ্যগুলি থেকে আগত কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্যদের দারুণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে।

প্রথম দিন ২৮ নভেম্বর, ২০১৫ সভার প্রারম্ভে চেয়ারম্যান আর মুথুসুন্দরম পূর্ববর্তী সভার পরবর্তী সময়ে প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এবং সভায় নীরবতা পালন করে গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সভার মূলপর্বে শুরুতে সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি বিশ্বে ২০০৮ সালের মন্দার বিপদ এখনও বিরাজমান ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দারুণভাবে তার প্রভাব পড়ছে বলে সভায় উল্লেখ করেন। বিশ্বের দেশে দেশে দক্ষিণপন্থী সরকারগুলি এই মন্দার বোঝা শ্রমিক কর্মচারীসহ শ্রমজীবী মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া জারি রাখছে। পাশাপাশি আশার দিক হল শ্রমিক কর্মচারী সাধারণ মানুষ এই নির্মম বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছে। এমনকি দেশে দেশে বড় বড় মিছিল সমাবেশসহ ধর্মঘটে শামিল হচ্ছে।

তিনি গ্রীসের সম্প্রতি বামপন্থীদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের ধারাবাহিকবাবে প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনসহ একের পর এক ধর্মঘটের বিষয় উল্লেখ করেন।

এছাড়া দেশের বিজেপি সরকার বেপরোয়াবাবে উদারনীতির প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে এবং দেশের শ্রমিক কর্মচারীসহ সব অংশের সাধারণ মানুষ আজ দারুণভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। যখন মানুষ আক্রমণের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে তখন আর এস এস বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি করছে।

যদিও ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সারা দেশে ধর্মঘট অভূতপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং এই ধর্মঘটে শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্য আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয়েছে তৎসত্ত্বেও। একে সংহত করে আগামী দিনে আরো তীব্র আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার প্রস্তুতি নেবার গুরুত্ব উল্লেখ করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ৭ম পে কমিশন প্রকাশ ও আমাদেরসহ রাজ্যে রাজ্যে পে কমিশন গঠন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার প্রশ্নে "কমন গাইড লাইন" নিয়ে অফিস বেয়ারার্স-এর সভায় আলোচনা করে পরবর্তীতে জানানো হবে বলে তিনি সভায় অবহিত করেন। এরপর তিনি আশু সাংগঠনিক কর্মসূচীর বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে সভায় ব্যাখ্যা করেন।

পরে সভায় সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সুকোমল সেন কেন্দ্রীয় সরকারের ৭ম বেতন কমিশন প্রকাশ ও তাতে প্রাথমিকভাবে যে কর্মচারীদের সমস্যা ও বিপদের দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে তার উল্লেখসহ আমাদের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার উপর ও মহিলা সেশনে যথাক্রমে ২৮ ও ২৯ নভেম্বর ২০১৫ দু'দিন ১২ জন মহিলাসহ ৩০ জন সদস্য অভিমতসহ গঠনমূলক বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেন। সভায় সদস্যদের আলোচনার উপর জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার। পরে চেয়ারম্যান আর মুথুসুন্দরম আশু করণীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের আহ্বান রেখে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আমাদের রাজ্য থেকে সভার মঞ্চে সংগঠন তহবিলে ২ লক্ষ টাকা সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ এ শ্রীকুমার-এর হাতে তুলে দেন।

২৯ নভেম্বর, ২০১৫ সভা শেষ হওয়ার পর ইম্ফলের মহাত্মা গান্ধী হলে (এম জি হল) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। প্রকাশ্য অধিবেশন পরিচালনা করেন মনিপুর কর্মচারী আন্দোলনের নেতা সুরজিৎ লাইরিকিয়েভরাম সভার প্রারম্ভে তিনি দু'দিন ব্যাপী জাতীয় কার্যনির্বাহী সভার সংক্ষিপ্ত রিপোর্টসহ সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। পরে সভায় সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান সুকোমল সেন, চেয়ারম্যান মুথুসুন্দরম ও সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার বক্তব্য রাখেন।

দুদিনের সভা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

১। পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্ব স্ব রাজ্যগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

২। জাতীয় সম্মেলন থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠন তহবিল সংগ্রহ করে অতি দ্রুত জমা দিতে হবে।

৩। রাজ্যে বেতন কমিশন গঠনসহ অন্যান্য দাবিতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত হয়। পরবর্তীতে অফিস বেয়ারার্স সভা করে নির্দিষ্ট করে কর্মসূচী জানানো হবে। বেতন কমিশন নিয়ে সংগঠনের বক্তব্যসহ "কমন গাইড লাইন" দেওয়া হবে।

৪। রাজস্থান রাজ্য থেকে ওম প্রকাশ শর্মাকে 'ভাইস চেয়ারম্যান' হিসাবে অফিস বেয়ারার্স-এ যুক্ত করা হয়।

৫। ২৩-২৪ জানুয়ারি, ২০১৬ তেলেঙ্গানা রাজ্যে 'ওয়ারাঙ্গল' শহরে 'উইমেন কনভেনশন' অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কনভেনশনে প্রতিটি রাজ্যকে যোগাযোগ করে প্রস্তুতি নিতে হবে।

এছাড়া পত্রিকা (এমপ্লয়িজ ফোরাম) গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সুষ্ঠ ভাবে সার্কুলেশন, পঠন-পাঠনের উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি, বকেয়া জমা সহ সাংগঠনিক তহবিল ও অন্যান্য বকেয়া দ্রুততার সাথে জমা দেওয়ার জন্য সভায় গুরুত্ব দিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করার আহ্বান রাখা হয়। □

বিজয় শঙ্কর সিন্‌হা

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ **www.statecoord.org**
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।